১ম ভাগ

হালনাগাদ সংশোধনী সহ পরিবেশ সংক্রান্ত কতিপয় আইন ও বিধিমালা

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (আইন নং ১/১৯৯৫)

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

২ক। আইনের প্রাধান্য

৩। পরিবেশ অধিদপ্তর

৪। মহা-পরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৪ক। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ

৫। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা

৬। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ

৬ক। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ

৭। প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ

৮। পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কে মহা-পরিচালককে অবহিতকরণ

৯। অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গমন ইত্যাদি

১০। প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা

১১। নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা ইত্যাদি

১২। পরিবেশগত ছাড়পত্র

১৩। পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন

১৪। আপীল

১৫। দণ্ড

১৫ক। অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি

১৫ক। ক্ষতিপূরণের দাবী

১৬। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

১৭। অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ

১৮। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম

১৯। ক্ষমতা অর্পণ

২০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২১। রহিতকরণ ও হেফাজত

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

১৯৯৫ সনের ১ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৬-২-১৯৯৫ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং আইন নং- ১২/২০০০ এবং ৯/২০০২ দ্বারা সংশোধিত]

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ [১] করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে এবং ইহা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন তারিখে বলবৎ করা হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) "দূষণ" অর্থ বায়ূ, পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা উহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসহ বায়ূ, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহাদের ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলীসমূহের পরিবর্তন, অথবা বায়ূ, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোন পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ূ, পানি, মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণী, পাখী, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধ্বংসাত্মক কার্য;

(গ) "দখলদার" অর্থ কোন কারখানা বা প্রাংগনের ক্ষেত্রে, উহার বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণকারী কোন ব্যক্তি, এবং কোন পদার্থের ক্ষেত্রে, উহার উপর অধিকার সম্পন্ন কোন ব্যক্তি;

(ঘ) "পরিবেশ" অর্থ পানি, বায়ূ, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কসহ ইহাদের সহিত মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক;

---

[১] আইনটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং পবম-৪(৮ আই,বিঃ)/২/৯৫(অংশ-১)/২৯৪, তাং ৩০/৫/১৯৯৫ দ্বারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে ১৯৯৫ সনের জুন মাসের যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ তারিখে বলবৎ করা হইয়াছে।

(ঙ) "পরিবেশ দূষক" অর্থ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতির সহায়ক হইতে পারে এমন কোন কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ এবং তাপ, শব্দ ও বিকিরণও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(চ) "পরিবেশ সংরক্ষণ" অর্থ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুণগত ও পরিমানগত মান উন্নয়ন এবং গুণগত ও পরিমানগত মানের অবনতি রোধ;

(ছ) "প্রতিবেশ ব্যবস্থা" অর্থ পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মিলন, যাহা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সংরক্ষণ ও বিকাশকে সহায়তা ও প্রভাবিত করে;

(জ) "ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন কোম্পানী, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ঝ) "ব্যবহার" অর্থ কোন পদার্থের ক্ষেত্রে, উহার উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্রিয়াশীলকরণ, মোড়ক বাধাঁই, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, সংগ্রহ, বিনষ্ট, রূপান্তর, বিক্রয়ের প্রস্তাব, হস্তান্তর বা এইরূপ পদার্থ সম্পর্কিত অনুরূপ কোন ব্যবস্থা;

(ঞ) "বিপদজনক পদার্থ" অর্থ এমন কোন পদার্থ যাহার রাসায়নিক বা জৈব-রাসায়নিক ধর্ম এমন যে উহার উৎপাদন, মওজুদ, অবমুক্তি বা অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর;

(ট) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঠ) "বর্জ্য" অর্থ যে কোন তরল, বায়বীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাহা নির্গত, নিক্ষিপ্ত, বা স্তুপীকৃত হইয়া পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করে;

(ড) "মহা-পরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক।

[১] ২ক। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধি ও এই আইনের অধীন প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।

৩। **পরিবেশ অধিদপ্তর**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর স্থাপন করিবে, যাহার প্রধান হইবেন একজন মহা-পরিচালক।

(২) মহা-পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) অধিদপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্তে নিয়োগ করা হইবে।

৪। **মহা-পরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।- (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবেন।

[১] ধারা ২ক আইন নং ৯/২০০২ এর ২ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্য অন্তর্ভূক্ত হইবে, যথা ঃ-

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলীর সহিত সমন্বয় সাধন;

(খ) পরিবেশ অবক্ষয় ও দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য দূর্ঘটনা প্রতিরোধ, নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনুরূপ দূর্ঘটনার প্রতিকারমূলক কার্যক্রম নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রদান;

(গ) বিপদজনক পদার্থ বা উহার উপাদানের পরিবেশসম্মত ব্যবহার, সংরক্ষণ, পরিবহন, আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমত নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও দূষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে অনুরূপ কাজে সহযোগিতা প্রদান;

(ঙ) পরিবেশ উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমনের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থান, প্রাংগণ, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন বা অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান;

(চ) পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার;

(ছ) যে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিবেশ দূষণ ঘটাইতে পারে সেই সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিহার করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(জ) পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে পানীয় জলের মান অনুসরণে পরামর্শ বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশ প্রদান।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশে কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ও থাকিতে পারিবে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন ঃ

[১] তবে শর্ত থাকে যে, -

(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহা-পরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার মালিক বা দখলদারকে উহার কার্যক্রম পরিবেশসম্মত করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন ; এবং

[১] উপ-ধারা (৩) এর প্রথম শর্তাংশ আইন নং ৯/২০০২ এর ৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

(খ) মহা-পরিচালক যথাযথ মনে করিলে উক্ত নোটিশে ইহাও উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, নোটিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশসম্মত না করা হইলে ধারা ৪ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে মহা-পরিচালক, জরুরী বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) মহা-পরিচালক কর্তৃক এ ধারার অধীন জারীকৃত নির্দেশে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

[১]৪ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।- (১) এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) ধারা ৪(৩) এর অধীনে মহা-পরিচালক কর্তৃক কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান সত্বেও উহার মালিক বা দখলদার উক্ত নির্দেশ পালন না করিলে, মহা-পরিচালক উক্ত শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার জন্য সরবরাহকৃত বিদ্যুত, গ্যাস, টেলিফোন বা পানির সংযোগ বা এইরূপ সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা অন্য কোন সেবা বন্ধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংযোগদাতা বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে, উক্ত সংযোগ বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিতে বা অন্য কোন দলিলে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত নির্দেশ অনুসারে উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা**।- (১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশংকা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critial Area) ঘোষণা[২] করিতে পারিবে।

(২) প্রতিবেশতগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীতব্য প্রজ্ঞাপন বা আলাদা প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

[৩]৬। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ**।- (১) স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন চালানো যাইবে না বা উক্তরূপ ধোঁয়া

---

[১] ধারা ৪ক আইন নং ৯/২০০২ এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তারিখের চারটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা সুন্দরবন, কক্সবাজার ইত্যাদি এলাকার রিজার্ভ ফরেষ্ট, উহার চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ.পর্যন্ত এলাকা ও ঢাকার গুলশান লেককে এবং সুনামগঞ্জ ও ঝিনাইদহ জেলার কিছু বিলকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হইয়াছে।

[৩] ধারা ৬ আইন নং ৯/২০০২ এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

বা গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনভাবে উক্ত যানবাহন চালু করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারায় "স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী ধোঁয়া বা যে কোন গ্যাস।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন যানবাহন যে কোন স্থানে পরীক্ষা করিতে বা চলমান থাকিলে উহাকে থামাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করিতে, এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ব্যাপী আটকাইয়া রাখিতে (detain), বা উক্ত উপ-ধারা লংঘনকারী যানবাহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আটক করিতে (seize) বা উহার পরীক্ষাকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে তাৎক্ষণিকভাবে কোন যানবাহন পরীক্ষা করা হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান বা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালক বা ক্ষেত্রমত মালিক বা উভয় ব্যক্তি দায়ী থাকিবেন।

[১]৬ক। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ**।- সরকার, মহা-পরিচালকের পরামর্শ বা অন্য কোনভাবে যদি সন্তুষ্ট হয় যে, সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ, বা পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরী অন্য কোন সামগ্রী বা অন্য যে কোন সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশ [২] জারী করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ-

(ক) উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে ;

(খ) কোন নির্দিষ্ট পলিথিন শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হইলে।

ব্যাখ্যা- এই ধারায় "**পলিথিন শপিং ব্যাগ**" অর্থ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রণ এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোঙ্গা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায়।

[৩]৭। **প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ**।- (১) মহা-পরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি

---

[১] ধারা ৬ক আইন নং ৯/২০০২ এর ৫ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নং পবম-৪/২/৯/২০০২/২৪৬ (১১/৪/২০০২তারিখে গেজেটে প্রকাশিত) প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকল প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ উক্ত শর্তাংশ সাপেক্ষে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

[৩] ধারা ৭ আইন নং ১২/২০০০ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

বা গোষ্ঠির ক্ষতিসাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমান নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে মহা-পরিচালক যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারী মামলা বা উভয় প্রকার মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মহা-পরিচালক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার এই ধারার অধীনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহা-পরিচালককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৮। **পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কে মহা-পরিচালককে অবহিতকরণ**।- (১) পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য মহা-পরিচালককে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

(২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোন আবেদন নিষ্পত্তিকরণকল্পে মহা-পরিচালক গণশুনানীসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। **অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গমন ইত্যাদি**।- (১) যে ক্ষেত্রে কোন দূর্ঘটনা বা অন্য কোন অভাবিত কাজ অথবা ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত হয় বা নির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সৃষ্ট ঘটনা বা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উক্ত উপ-ধারায় উল্লেখিত ব্যক্তি মহা-পরিচালককে অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোন ঘটনা বা দূর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হইলে মহা-পরিচালক, যথাশীঘ্র সম্ভব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং মহা-পরিচালকের চাহিদা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তি মহা-পরিচালককে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত অর্থ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হইতে মহা-পরিচালকের পাওনা হইবে এবং উহা সরকারী দাবী (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১০। **প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা**।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি সকল যুক্তিসংগত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোন ভবন বা স্থানে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করার অধিকারী হইবেন, যথা ঃ-

(ক) এই আইন বা বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা;

(খ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক উক্ত ভবন বা স্থানে কোন কাজ পরিদর্শন করা;

(গ) কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রেকর্ড, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষা এবং যাচাই করা;

(ঘ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা বা নির্দেশ ভংগ করিয়া কোন অপরাধ কোন ভবন বা স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে, উক্ত ভবন বা স্থানে তল্লাশী পরিচালনা করা;

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রেকর্ড, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা অন্য কোন কিছু আটক করা।

(২) কোন শিল্প কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী বা কোন বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকল সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন সকল তল্লাশী ও আটকের ব্যাপারে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধান অনুসরণ করা হইবে।

১১। **নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা ইত্যাদি।**- (১) মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে কোন কারখানা, প্রাংগণ বা স্থান হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বায়ু, পানি, মাটি অথবা অন্যবিধ পদার্থের নমুনা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

[১] (২) উপ-ধারা (৩) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৪) এর বিধান পালন সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন গৃহীত নমুনা সম্পর্কে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত নমুনা সংগ্রহকারী বা গবেষণাগারের রিপোর্ট বা উভয়ই সংশ্লিষ্ট কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা-

(ক) উক্ত স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে, অনুরূপ নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নোটিশ প্রদান করিবেন;

(খ) উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর উপস্থিতিতে নমুনা সংগ্রহ করিবেন;

(গ) উক্ত নমুনা একটি পাত্রে রাখিয়া উহাতে নিজের ও উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর স্বাক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সীলমোহর দিবেন;

(ঘ) সংগৃহীত নমুনার একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া উহাতে নিজে স্বাক্ষর করিবেন এবং দখলদার বা এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন;

---

[১] উপ-ধারা (২) আইন নং ৯/২০০২ এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(ঙ) মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণাগারে উক্ত পাত্র অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগ্রহকারী কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) এর (ক) দফার অধীনে নোটিশ প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে যদি দখলদার বা এজেন্ট নমুনা সংগ্রহের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন, বা উপস্থিত থাকিয়াও নমুনাতে ও রিপোর্ট স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সংগ্রহকারী দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজেই তাহার স্বাক্ষর দিয়া উহা নিশ্চিত ও সীলমোহরকৃত করিবেন এবং দখলদার এজেন্টের অনুপস্থিতি বা, ক্ষেত্রমত, স্বাক্ষর দানে অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত [১] গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

১২। **পরিবেশগত ছাড়পত্র**।- মহা-পরিচালকের নিকট হইতে, বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক সময় সময় এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১৩। **পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন**।- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে সরকার, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবে।

১৪। **আপীল**।- (১) এই আইন বা বিধি অনুসারে প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত [২] আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং আপীলের উপর উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ আপীল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন আপীল কর্তৃপক্ষ একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হয়, তাহা হইলে উহার একজন সদস্যকে সরকার উক্ত কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন দায়েরকৃত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে।

---

[১] ধারা ১১(৪) বলে মহাপরিচালক ২৩/৭/২০০২ তারিখে পরিপত্র দ্বারা পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গবেষণাগুলিকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারণ করিয়াছেন।

[২] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ৩-১১-১৯৯৭ ইং তারিখের একটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চেয়ারম্যান এবং যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) ও উপ-সচিব (পরিবেশ) কে সদস্য করিয়া আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করা হইয়াছে।

[1] **১৫। দণ্ড।-** (১) নিম্নটেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লংঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্যকরণ বা অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য উহার বিপরীতে উল্লিখিত দণ্ড আরোপণীয় হইবে ঃ

টেবিল

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপণীয় দণ্ড
১।	ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
২।	ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (২) লংঘন	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৩।	ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড; দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৪।	ধারা ৬ক এর উপ-ধারা (১) এর	
	(ক) অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনক্রমে উহাতে বর্ণিত সামগ্রী উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ,	(ক) অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড;
	(খ) বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার	(খ) অনধিক ৬ (ছয়) মাস সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫।	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

[1] বর্তমান আকারে ধারা ১৫ আইন নং ৯/২০০২ এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত; উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে মূল ধারায় সকল অপরাধের জন্য অনধিক ১ বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডের বিধান ছিল, যাহা আইন নং ১২/২০০০ দ্বারা অনধিক ১০ বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে নির্ধারণ করা হইয়াছিল।

৬।	ধারা ৯ এর উপ-ধার (১) বা (২) এর লংঘন বা উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা	⇨	১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ঃ তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯(১) এর বিধান বাস্তবায়নের জন্য কোন ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নিম্নতর দণ্ড নির্ধারণ করা হইলে উক্ত দণ্ড প্রযোজ্য হইবে।
৭।	ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে মহা-পরিচালককে বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে, সাহায্য সহযোগিতা না করা	⇨	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৮।	ধারা ১২ এর বিধান লংঘন	⇨	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৯।	এই আইনের অন্য কোন বিধান বা বিধির অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ লংঘন বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃত-ভাবে বিলম্ব সৃষ্টি করা	⇨	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা যাইবে, তবে এইরূপ দণ্ড ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

[১] ১৫ক। **অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি।**- কোন ব্যক্তি ধারা ১৫ তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হইলে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশ বিশেষ, যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্তির জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।

[২] ১৫ক। **ক্ষতিপূরণের দাবী।**- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লজ্ঘনের ফলশ্রুতিতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পক্ষে মহা-পরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

---

[১] ধারা ১৫ক আইন নং ৯/২০০২ এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] ধারা ১৫ক আইন নং ১২/২০০০ এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

১৬। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।- [১] (১) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন বা, ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় -

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, [২] [নিবন্ধিত কোম্পানী, অংশীদারী কারবার (Partnership Firm)] ও সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

[৩] (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (Body Coporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

[৪] ১৭। **অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ**।- অধিদপ্তরের কোন পরিদর্শক বা মহা-পরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও, তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া, উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম**।- এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, মহা-পরিচালক, অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

---

[১] আইন নং ৯/২০০২ এর ৮(ক) ধারাবলে পূবর্তন ধারা ১৬ এর বিধান উপ-ধারা (১) রূপে সংখ্যায়িত।

[২] পুনসংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর ব্যাখ্যায় "বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও" শব্দগুলির পরিবর্তে তৃতীয় বন্ধনীভূক্ত শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপ-ধারা (২) আইন নং ৯/২০০২ এর ৮(খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৪] ধারা ১৭ আইন নং ১২/২০০০ দ্বারা প্রথমে প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল। পরে উহা বর্তমান আকারে আইন নং ৯/২০০২ এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

১৯। **ক্ষমতা অর্পণ**।- (১) সরকার এই আইন বা বিধির অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা মহা-পরিচালক বা অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারে।

(২) মহা-পরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ [১] করিতে পারিবেন।

২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি [২] প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথা ঃ-

(ক) বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বায়ু, পানি, শব্দ ও মৃত্তিকাসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা নির্ধারণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান শিল্প বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে, অনুরূপ মানমাত্রার প্রয়োগ, এককভাবে বা সামগ্রিকভাবে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে।

(খ) পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে শিল্প কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ;

(গ) বিপদজনক পদার্থের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিবহনের নিরাপদ পদ্ধতি নিরূপন;

(ঘ) পরিবেশ দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ দূর্ঘটনা প্রতিরোধে নিরাপদ পদ্ধতি ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন;

(ঙ) বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ;

(চ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যাদির পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পদ্ধতি;

(ছ) পরিবেশ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষা করার পদ্ধতি;

(জ) ছাড়পত্র ও অন্যান্য সেবার ফিস নির্ধারণ।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) The Environment Pollution Control Ordinance, 1977 (XIII of 1977) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Ordinance এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পরিবেশ অধিদপ্তর ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত অধিদপ্তর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অধিদপ্তরে কার্যরত মহা-পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইনের অধীন নিযুক্ত মহা-পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

---

[১] উপ-ধারা (২) বলে মহা-পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন নং-পরিবেশ/সাঃ (আইন)-৬৩/৭৭(৫ম) তাং- ৯/৯/১৯৯৮ ইং দ্বারা ৬, ১০, ১১ ও ১৭ ধারার অধীন তাহার ক্ষমতা অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের অফিস প্রধানদের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

[২] সরকার এই ধারাবলে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ জারী করিয়াছেন।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (আইন নং ১১/২০০০)

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

২। সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রাধান্য

৪। পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা

৫। পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার

৫ক। আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দণ্ড

৫খ। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধের বিচার

৫গ। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি

৬। প্রবেশ, আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা

৭। তদন্ত পদ্ধতি

৭ক। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ

৮। পরিবেশ আদালতের কার্য পদ্ধতি ও ক্ষমতা

৯। অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর

১০। পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা

১১। আপীল

১২। পরিবেশ আপীল আদালত

১২ক। মামলা স্থানান্তর

১৩। বিচারাধীন মামলা

১৩ক। পূর্বে সংঘঠিত কতিপয় অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার

১৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০
২০০০ সনের ১১ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১০-৪-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং আইন নং ১০/২০০২ দ্বারা সংশোধিত]

পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত [১] [অপরাধের বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধানকল্পে] প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত [১] [অপরাধের বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা] সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ –

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই আইন পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে –

(ক) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (ActV of 1908);

[২](খ) "পরিদর্শক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা [৩] ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন পরিবেশ আইনের অধীন পরিদর্শন বা তদন্তের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি;

[৪](খখ) "পরিবেশ আইন" অর্থ এই আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন আইন, এবং এই সকল আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(গ) "পরিবেশ আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন পরিবেশ আদালত;

(ঘ) "পরিবেশ আপীল আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত পরিবেশ আপীল আদালত;

---

[১] পূর্ণ শিরোনাম ও প্রস্তাবনায় তৃতীয় বন্ধনীভূক্ত শব্দগুলি আইন নং ১০/২০০২ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (খ) আইন নং ১০/২০০২ এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে পুলিশের এস,আই/সমপর্যায় হইতে এ,এস,পি/এসিসট্যান্ট কমিশনার পর্যন্ত কর্মকর্তাকে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি নং পরিবেশ/১০০৬, তাং ৪/৫/২০০২ দ্বারা পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

[৪] দফা (খখ) আইন নং ১০/২০০২ এর ৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

(ঙ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(চ) "মহা-পরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক;

[১](ছ) "স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট" অর্থ ধারা ৫খ এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।

৪। **পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেকটি বিভাগে এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা [২] করিবে।

[৩](২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, —

(ক) যুগ্ম জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে, এবং উক্ত বিচারক শুধু মাত্র পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারাধীন মামলার বিচার করিবেন; এবং

(খ) প্রয়োজনবোধে, কোন বিভাগ বা উহার কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য যুগ্ম জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচারককে তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে পরিবেশ আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে, এবং উক্ত বিচারক তাহার সাধারণ এখতিয়ারভূক্ত মামলা ছাড়াও পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারভূক্ত মামলাসমূহের বিচার করিবেন।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশ আদালত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত থাকিবে, তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সরকারী গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদালতের বিচারকার্যের স্থানসমূহ বিভাগীয় সদরের বাহিরেও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) কোন বিভাগে একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

৫। **পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার**।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের বিচার ও ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বা উভয়ের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং শুধু উক্ত আদালতে বিচারার্থ গ্রহণ, বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ উহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

---

[১] দফা (ছ) আইন নং ১০/2002 এর ৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] আইন মন্ত্রণালয়ের ৬-৩-২০০২ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ৪৫-আইন/২০০২ দ্বারা ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১টি করিয়া পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

[৩] উপ-ধারা (২) আইন নং ১০/২০০২ এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[১](২) পরিবেশ আদালত এই আইনের ধারা ৫ক এর অধীন অপরাধসহ অন্য কোন পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্তির আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্‌ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ –

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখা বা ক্ষেত্রমত এইরূপ কাজ করার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে উহার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহা-পরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

[২](৩) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত কোন অপরাধ বা কোন পরিবেশ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিবেনা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

[[৩](৪) বিলুপ্ত।]

[[৩](৫) বিলুপ্ত।]

---

[১] উপ-ধারা (২) আইন নং ১০/২০০২ এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] উপ-ধারা (৩) আইন নং ১০/২০০২ এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপ-ধারা (৪) ও (৫) আইন নং ১০/২০০২ এর ৫ ধারাবলে বিলুপ্ত।

[1]৫ক। **আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দণ্ড।**- কোন ব্যক্তি ধারা ৫(২) এর –

(ক) দফা (ক) এর অধীনে আদালত প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন, তবে এইরূপ দণ্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দণ্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) দফা (খ) বা (গ) এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ ভঙ্গ করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার অধীন অপরাধ তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে এই আইনের অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

[1]৫খ। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধের বিচার।**- পরিবেশ আইনে বর্ণিত যে সকল অপরাধের জন্য অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড বা, অনধিক ১০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড বা কোন কিছু বাজেয়াপ্তির বিধান আছে, সেই সকল অপরাধের বিচারের জন্য সরকারের নির্দেশ [2] অনুসারে কোন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপরাধের সহিত পরিবেশ আইনের অধীন অন্য কোন অপরাধ জড়িত থাকিলে এবং উভয় অপরাধ একই মামলায় বিচারের প্রয়োজন থাকিলে উহা পরিবেশ আদালতে বিচার্য হইবে।

[1]৫গ। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি।**- (১) পরিদর্শকের লিখিত রির্পোট ব্যতীত কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে, মহা-পরিচালকের অনুমোদন থাকিলে, ধারা ৭ এর বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকেই পরিদর্শক এই উপ-ধারার অধীনে তাহার রিপোর্ট সরাসরি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিচার (summery trial) পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(৩) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার্য মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে একজন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন পরিদর্শক পরিচালনা করিবেন; এবং এইরূপ মামলা উক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাহাকে একজন পরিদর্শক সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

---

[1] ধারা ৫ক, ৫খ ও ৫গ আইন নং ১০/২০০২ এর ৬ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[2] সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রজ্ঞাপন নং- সম/জেএ-৪/৪৫/২০০২-৩০৯, তাং ২৯শে মে ০২ দ্বারা প্রত্যেক জেলায় ও মেট্রোপলিটান এলাকায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

[1]৬। **প্রবেশ, আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা**।- (১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন বিষয় পরিদর্শন বা কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে, মহা-পরিচালক বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইলে এই আইনের অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে, পরিদর্শক যে কোন যুক্তি সংগত সময়ে যে কোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশী বা কোন কিছু আটক বা কোন কিছুর নমুনা সংগ্রহ বা কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত পরিদর্শক প্রয়োজনবোধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৬ ধারা অনুসারে পরিবেশ আদালত বা যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তল্লাশী পরওয়ানা ইস্যুর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তল্লাশী, আটক বা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শক যথাসম্ভব ফৌজদারী কার্যবিধি এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইনের বিধান অনুসরণ করিবেন।

[1]৭। **তদন্ত পদ্ধতি**।- (১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সাধারণভাবে একজন পরিদর্শক তদন্ত করিবেন, তবে কোন বিশেষ ধরণের অপরাধ বা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকেও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত পরিদর্শক বা কর্মকর্তা, অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা বলিয়া উল্লেখিত, কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা অন্য যে কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, মহাপরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, এই ধারার অধীন কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন।

(৩) কোন অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার পূর্বে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতঃ একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এতদুদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক কর্তৃক [2] ক্ষমতা প্রদত্ত তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা অথবা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন বা এই আইন বা প্রবিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সমীচীন কি না এবং তদনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক রিপোর্টের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় পেশ করিবেন এবং উহা অপরাধ সম্পর্কিত একটি তথ্য বা এজাহার হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করা হইবে, এবং অতঃপর উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্র বিশেষে মহা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন।

(৫) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

---

[1] ধারা ৬ ও ৭ আইন নং ১০/২০০২ এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[2] এ ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিপত্র নং-১০০৬, তাং ০৪-০৫-২০০২ ইং দ্রষ্টব্য। নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যাপারে ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এবং (৭) এর আওতায় পুলিশের এ,এস,পি/ এসিসট্যান্ট কমিশনার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি নং-পরিবেশ/১০০৬, তাং ৪/৫/২০০২ ইং বলে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

(৬) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার [১]অনুমোদন গ্রহণক্রমে, তাহার তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি পরিবেশ আদালতে বা ক্ষেত্রমত কোন মামলা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য হইলে উক্ত আদালতে দাখিল করিবেন এবং একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করিবেন; এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার অধীন প্রদত্ত পুলিশ রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্ত্বেও, তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উক্ত উপ-ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বেই অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ব্যতিরেকেই গ্রেফতার করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, তাহার পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

[২]৭ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।- ধারা ৬ ও ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা করিবে।

৮। **পরিবেশ আদালতের কার্য পদ্ধতি ও ক্ষমতা**।- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, [৩]*** বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানবলী প্রযোজ্য হইবে এবং পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধিতে সেশনস আদালত কর্তৃক কোন মামলা নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে পরিবেশ আদালত সে পদ্ধতি অনুসরন করিয়া মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে।

[[৪](২) বিলুপ্ত।]

(৩) পরিবেশ আদালত উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশে তদন্তের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) এই আইন বা পরিবেশ আইন দ্বারা ন্যস্ত যে কোন ক্ষমতা পরিবেশ আদালত প্রয়োগ করিতে পারিবে।

---

[১] এ ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিপত্র নং-১০০৬, তাং ০৪-০৫-২০০২ ইং দ্রষ্টব্য। নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যাপারে ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এবং (৭) এর আওতায় পুলিশের এ,এস,পি/ এসিসট্যান্ট কমিশনার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি নং-পরিবেশ/১০০৬, তাং ৪/৫/২০০২ ইং বলে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

[২] ধারা ৭ক আইন নং ১০/২০০২ এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপ-ধারা (১) হইতে "তদন্ত," শব্দ ও কমা আইন নং ১০/২০০২ এর ৮ ধারাবলে বিলুপ্ত।

[৪] উপ-ধারা (২) আইন নং ১০/২০০২ এর ৮ ধারাবলে বিলুপ্ত।

[১](৫) পরিবেশ আদালতে বিচার্য সকল মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে একজন পাবলিক প্রসিকিউটর বা অতিরিক্ত বা সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর পরিচালনা করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের নিকট হইতে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা পরিচালনায় উক্ত প্রসিকিউটরকে সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৬) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গন্য হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৭) বিচারের জন্য মামলার শুনানী তিনবারের অধিক মুলতবী করা যাইবে না এবং একশত আশি দিনের মধ্যে পরিবেশ আদালত উক্ত মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এই সময় সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত, বিচার কার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত একশত আশি দিনের পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আপীল আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত একশত আশি দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করিবে।

৯। **অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর**।- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আদালত কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডকে, প্রয়োজনবোধে, উক্ত আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় যোগ্য হইবে।

(২) পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত ক্ষতিপূরণ দাবী এমনভাবে জড়িত থাকে যে, অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী একই মামলায় বিচার করা প্রয়োজন, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত অপরাধটির বিচার পূর্বে করিবে এবং অপরাধের দণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান যথাযথ না হইলে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে।

১০। **পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা**।- (১) মামলার যে কোন পর্যায়ে কোন সম্পত্তি, বস্তু বা অপরাধ সংঘটনের স্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে পরিবেশ আদালত, পক্ষগণকে বা তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীকে, পরিদর্শনের সময় ও স্থান নির্ধারণ পূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া, তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শনের সময় বা অব্যবহিত পরে, বিচারক পরিদর্শনের ফলাফল একটি স্মারকলিপি আকারে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত স্মারকলিপি মামলার শুনানীর সময় সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন পক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না।

---
[১] উপ-ধারা (৫) আইন নং ১০/২০০২ এর ৮ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

১১। **আপীল**।- (১) দেওয়ানী কার্যবিধি বা ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত [১] পরিবেশ আদালতের কার্যধারা, আদেশ, রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি ও আরোপিত দণ্ড সম্পর্কে কোন আদালত বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ডের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায়, ক্ষতিপূরনের ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ, [২] [খালাস আদেশ বা কোন দেওয়ানী মামলা খারিজের আদেশ বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আদেশ] প্রদানের তারিখ হইতে তিরিশ দিনের মধ্যে ধারা ১২ এর অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

[৩] (৩) পরিবেশ আদালত প্রদত্ত অন্তর্বর্তী বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ, স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ এর আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করা যাইবে; অন্য কোন অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

[৪] (৩ক) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডাদেশ, খালাস আদেশ, জামিন মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ করার আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করা যাইবে, অন্য কোন আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার উপর পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা ডিক্রির বিরূদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল দায়ের করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, ডিক্রিকৃত অর্থের অর্ধেক অর্থ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা না করিয়া, উক্ত রায় বা ডিক্রির বিরূদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না।

১২। **পরিবেশ আপীল আদালত**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন [৫] করিবে।

[৬] (২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, –

(ক) জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে শুধু মাত্র উক্ত আদালতের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে; অথবা

---

[১] "ব্যতীত" শব্দটি আইন নং ১০/২০০২ এর ৯ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] তৃতীয় বন্ধনীভূক্ত শব্দগুলি আইন নং ১০/২০০২ এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৩] উপ-ধারা (৩) আইন নং ১০/২০০২ এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৪] উপ-ধারা (৩ক) আইন নং ১০/২০০২ এর ৯ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৫] আইন মন্ত্রণালয়ের ৬-৩-২০০২ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ৪৪-আইন/২০০২ দ্বারা ঢাকায় সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ১টি পরিবেশ আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

[৬] উপ-ধারা (২) আইন নং ১০/২০০২ এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(খ) প্রয়োজনবোধে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কোন জেলার জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত আদালতের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) পরিবেশ আপীল আদালত ঢাকায় বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন স্থানে অবস্থিত থাকিবে।

(৪) অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে সেশনস আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানী আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

[১] ১২ক। **মামলা স্থানান্তর**।- কোন আবেদন বা অন্য কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ আপীল আদালত –

(ক) উহার অধীনস্থ কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে; বা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বা পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে।

১৩। **বিচারাধীন মামলা**।- এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন পরিবেশ আইনের অধীন কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালতেই এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

[২] ১৩ক। **পূর্বে সংঘঠিত কতিপয় অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার**।- (১) পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২ এর প্রবর্তন তারিখের পূর্বে সংঘঠিত কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন মামলা দায়ের হইয়া না থাকিলে পরিদর্শক বা তৎসম্পর্কে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত বা ক্ষেত্রমত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধ আমলে গ্রহণ এবং এই আইন অনুসারে উহার বিচার কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রুজুকৃত মামলায় শুধুমাত্র অভিযোগকারীর অনুপস্থিতির কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার অধীনে মামলাটি খারিজ করা হইবেনা।

১৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

---

[১] ধারা ১২ক আইন নং ১০/২০০২ এর ১১ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২] ধারা ১৩ক আইন নং ১০/২০০২ এর ১২ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

২। সংজ্ঞা

৩। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা

৪। ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্যহানিকর যানবাহন

৫। পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কিত আবেদনপত্র

৬। নমুনা সংগ্রহের নোটিশ

৭। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি

৭ক। দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান পদ্ধতি

৭খ। ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার আমদানী, ইত্যাদির শর্ত

৮। পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ

৯। আপীল

১০। আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি

১১। আপীল শুনানীকালীন পদ্ধতি

১২। পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ

১৩। বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ

১৪। পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি

১৫। বিভিন্ন সেবা ও উহার ফি

১৬। ফি প্রদানের পদ্ধতি

১৭। বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ

ফরম-১ প্রতিকার প্রার্থনার আবেদনপত্র

ফরম-২ নমুনা সংগ্রহ সম্পর্কিত অভিপ্রায় নোটিশ

ফরম-৩ পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র

ফরম-৪ দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ

তফসিল-১ পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ

তফসিল-২ বায়ুর মানমাত্রা

তফসিল-৩	পানির মানমাত্রা
তফসিল-৪	শব্দের মানমাত্রা
তফসিল-৫	মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের মানমাত্রা
তফসিল-৬	মোটরযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা
তফসিল-৭	যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা
তপসিল-৮	ঘ্রাণ মানমাত্রা
তফসিল-৯	পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা
তফসিল-১০	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা
তফসিল-১১	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নির্গমন মানমাত্রা
তফসিল-১২	শিল্পশ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমনের মানমাত্রা
তফসিল-১৩	পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি
তফসিল-১৪	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরলবর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৮-৮-৯৭ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং এস,আর,ও নং ২৯-আইন/২০০২ তাং ১৬-২-২০০২ ইং দ্বারা সংশোধিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ ইং ভাদ্র ১৪০৪/২৭শে আগষ্ট ১৯৯৭

এস,আর, ও নং ১৯৭-আইন/৯৭-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই বিধিমালা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়, -

(ক) ''অধিদপ্তর'' অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) ''আইন'' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(গ) ''তফসিল'' অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত যে কোন তফসিল;

(ঘ) ''ধারা'' অর্থ আইনের যে কোন ধারা;

(ঙ) ''ফরম'' অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত যে কোন ফরম;

(চ) ''স্থিতিমাপ'' অর্থ মানমাত্রার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য;

(ছ) ''স্থানীয় কর্তৃপক্ষ'' অর্থ মেট্রোপলিটন এলাকায় সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকায় পৌরসভা, গ্রামীণ এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ।

৩। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা**।- (১) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করার নিমিত্ত সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিবে, যথা ঃ-

(ক) মানববসতি;

(খ) প্রাচীন স্মৃতিসৌধ;

(গ) প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান;

(ঘ) অভয়ারণ্য;

(ঙ) জাতীয় উদ্যান;

(চ) গেম রিজার্ভ;

(ছ) বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল;

(জ) জলাভূমি;

(ঝ) ম্যানগ্রোভ;

(ঞ) বনাঞ্চল;

(ট) এলাকাভিত্তিক জীববৈচিত্র্য; এবং

(ঠ) এতদ্‌সংক্রান্ত প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয় ।

(২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার বিধি ১২ ও ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করিবে।

[১]৪। **ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী ও স্বাস্থ্যহানিকর যানবাহন।**- (১) পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসচালিত যানবাহনের মালিক Motor Vehicles Ordinance, 1983 (LV of 1983), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীনে যানবাহন নিবন্ধন বা উহার উপযুক্ততা সনদ (Certificate of Fitness) নবায়নের পূর্বে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার বা, ক্ষেত্রমত, ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযোজন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি সংযোজন ব্যতীত এবং তফসিল ৬ বা, ক্ষেত্রমত, ৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী যানবাহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী বা স্বাস্থ্য হানিকর যানবাহন বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কিত আবেদনপত্র।**- (১) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্থ অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশাংকাগ্রস্ত কোন ব্যক্তি উক্ত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য ফরম-১ অনুসারে মহা-পরিচালকের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে আবেদনপত্র প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে মহা-পরিচালক ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে আবেদনপত্রটি নিষ্পত্তি করিবেন।

৬। **নমুনা সংগ্রহের নোটিশ।**- ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিধান মোতাবেক নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে ফরম-২ অনুসারে উক্ত কর্মকর্তার অভিপ্রায় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন।

৭। **পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি।**- (১) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ নিম্ন-বর্ণিত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে, যথা ঃ-

ক) সবুজ;

[১] বিধি ৪ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গেজেট প্রজ্ঞাপন নং-এস, আর ও ২৯-আইন/২০০২, তাং- ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত, যাহা ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখে কার্যকর হইয়াছে।

খ) কমলা-ক;

গ) কমলা-খ; এবং

ঘ) লাল

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের বিবরণ তফসিল-১ এ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) সকল শ্রেণীর বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প এবং সবুজ শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।

(৪) কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম অবস্থানগত এবং তৎপর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের আবেদনক্রমে এবং মহাপরিচালক যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান ব্যতিরেকে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা তফসিল ১৩ তে বর্ণিত যথাযথ ফিসহ ফরম-৩ এ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫)- এ উল্লেখিত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) সবুজ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী;

(আ) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত বিবরণ; এবং

(ই) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;

(খ) কমলা-ক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী;

(আ) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত বিবরণ;

(ই) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;

(ঈ) প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম;

(উ) লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত); এবং

(ঊ) বর্জ্য নির্গমন ব্যবস্থা;

(ঋ) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(এ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(গ) **কমলা-খ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ**

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(আ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (Initial Environmental Examination IEE = আ ই ই) প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগার (Effluent Treatment Plant ETP = ই টি পি) এর নকশা সংযুক্ত থাকিবে (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ই) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Management Plan EMP = ই এম পি) প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে-আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ উহার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত থাকিবে (কেবল বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ঈ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র; এবং

(উ) পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জরুরী পরিকল্পনাসহ দূষণের প্রকোপ হ্রাসকরণ পরিকল্পনা;

(ঊ) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঋ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঘ) **লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ**

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(আ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, যাহার সহিত পরিবেশগত প্রভাব নিরুপনের (Environmental Impact Assessment EIA = ই আই এ) কার্যপরিধি, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম সংযুক্ত থাকিবে, অথবা, অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোপূর্বে অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ সময়সূচী প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম সংযুক্ত থাকিবে (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ই) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ উহার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত থাকিবে (কেবল বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ঈ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র; এবং

(উ) পরিবেশগত বিরুপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জরুরী পরিকল্পনা সহ দূষণের প্রকোপ হ্রাসকরণ পরিকল্পনা;

(ঊ) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঋ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৭) উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সবুজ শ্রেনীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পনের কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা হইবে।

(৮) উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিশ কার্য দিবস এবং কমলা-খ ও লাল শ্রেণীভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ষাট কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা, যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা হইবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এ উল্লেখিত অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উদ্যোক্তা –

(অ) ভূমি উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(আ) ই টি পি সহ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে পারিবে (কেবল কমলা-ক এবং কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ই) দফা (অ--আ) এ উল্লেখিত কার্যাবলী সম্পন্ন হওয়ার পর তাহা অবহিত করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিবে; পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু করিতে পারিবে না (কেবল কমলা-ক এবং কমলা-খ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ঈ) আই ই ই প্রতিবেদনে উল্লেখিত কার্য পরিধির ভিত্তিতে ই আই এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া ই টি পি'র নকশাসহ সময়সূচী নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করিবে (কেবল লাল শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর দফা (ই) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পনের কার্য দিবস এবং কমলা-খ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে

ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

(১১) উপ-বিধি (৯) এর দফা (ঈ) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ষাট কার্যদিবসের মধ্যে ই টি পি'র নকশাসহ সময়সূচী এবং ই আই এ প্রতিবেদন অনুমোদন করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

(১২) উপ-বিধি (১১) এর অধীন ই আই এ অনুমোদিত হওয়ার পর উদ্যোক্তা –

(অ) আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলিতে পারিবে, যাহাতে ইটিপি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভূক্ত থাকিবে; এবং

(আ) ই টি পি স্থাপন করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিবে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহন করিতে পারিবে না এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু করিতে পারিবে না।

(১৩) উপ-বিধি (১২) এর দফা (আ) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

(১৪) উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রিশ কার্যদিবস এবং কমলা-খ ও লাল শ্রেণীভুক্ত বিদ্যমান শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে ষাট কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা, যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

[১]৭ক। **দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান পদ্ধতি**।- বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত যন্ত্রপাতি সংযোজনের পর উক্ত Ordinance এর অধীন যানবাহন নিবন্ধনের পূর্বে অথবা, ক্ষেত্রমত, উপযুক্ততা সনদ নবায়নের পূর্বে যানবাহনের মালিক ফরম ৪ মোতাবেক "দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ" সংগ্রহ করিবে।

[১]৭খ। **ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার আমদানী, ইত্যাদির শর্ত**।- ক্যাটালাইটিক কনভার্টার বা ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার আমদানী এবং বাজারজাত করিবার পূর্বে আমদানী-কারক প্রদর্শনীর মাধ্যম উহার কার্যকরতা প্রমাণসাপেক্ষে মহা-পরিচালকের নিকট হইতে লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

৮। **পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ**।- (১) পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে সংশ্লিষ্ট ছাড়পত্র ইস্যুর তারিখ হইতে সবুজ শ্রেণীর ক্ষেত্রে তিন বৎসর এবং অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে এক বৎসর।

(২) প্রত্যেকটি পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ ত্রিশ দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

---

[১] বিধি ৭ক ও ৭খ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গেজেট প্রজ্ঞাপন নং-এস, আর ও ২৯-আইন/২০০২, তাং- ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২ দ্বারা সন্নিবেশিত, যাহা ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখে কার্যকর হইয়াছে।

৯। **আপীল**।- (১) ধারা ১৪ এর অধীন যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইবে, তৎসম্পর্কে আপত্তির কারণসমূহ সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আপীলের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র থাকিতে হইবে, যথা ঃ-

(অ) যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে উহার একটি করিয়া প্রমাণকৃত কপি;

(আ) পরিবেশগত ছাড়পত্রের কপি (যদি থাকে);

(ই) আপীল ফি বাবদ এক হাজার টাকা জমা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান; এবং

(ঈ) আপীলের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন কাগজাদি ।

১০। **আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি**।- (১) আপীল কর্তৃপক্ষ তাহাদের অফিসের কার্যভার এবং প্রতিপক্ষের প্রতি নোটিশ জারীর জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করিয়া আপীল শুনানীর জন্য একটি দিন ধার্য করিবে।

(২) অধিদপ্তরের যে কার্যালয়ের নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে, সেই কার্যালয় বরাবরে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল শুনানীর তারিখ উল্লেখ করিয়া আপীলের কপিসহ নোটিশ প্রেরণ করিবে।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল নিস্পত্তির সুবিধার্থ প্রয়োজনীয় সকল কাগজ, তথ্যাদি যে কোন সময় আপীলকারী বা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে তলব করিতে পারিবে।

১১। **আপীল শুনানীকালীন পদ্ধতি**।- (১) শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে, অথবা শুনানী মূলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে আপীলের সমর্থনে আপীলকারীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে।

(২) শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অথবা শুনানী মুলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে আপীল শুনানীর জন্য ডাক পড়িলে যদি আপীলকারী হাজির না হয়, তাহা হইলে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল খারিজের আদেশ দান করিতে পারিবে।

(৩) যদি আপীলকারী হাজির হয়, কিন্তু প্রতিপক্ষ হাজির না হয় তবে একতরফাভাবে আপীলের শুনানী হইবে।

(৪) যদি উপ-বিধি (২) অনুসারে আপীল খারিজ হয়, তবে আপীলকারী উক্ত খারিজের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে পুনরায় আপীল মঞ্জুরের জন্য আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(৫) আপীল কর্তৃপক্ষ পক্ষগন বা কোন এক পক্ষের শুনানীর পর তর্কিত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ অনুমোদন, রদবদল বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৬) আপীল কর্তৃপক্ষ তাহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তিযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আপীলকারী কি প্রতিকার প্রাপ্য হইবেন তাহা উল্লেখ করিবে।

(৭) আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের কপি যথাশীঘ্র সম্ভব আপীলকারী, অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এবং মহাপরিচালক বরাবরে প্রেরণ করা হইবে।

১২। **পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ**।- ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বায়ু, পানি, শব্দ এবং ঘ্রানসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা তফসিল– ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ এ উল্লেখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

১৩। **বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ**।- ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পুরণকল্পে তরল বর্জ্য নির্গমন এবং গ্যাসীয় নিঃসরণের পরিসীমা তফসিল– ৯, ১০ ও ১১ এবং শিল্প শ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমন এর মানমাত্রা তফসিল-১২ এ উল্লেখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

১৪। **পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি**।- এই বিধিমালার অধীন পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি তফসিল-১৩ অনুযায়ী প্রদেয় হইবে।

১৫। **বিভিন্ন সেবা ও উহার ফি**।- (১) কোন ব্যক্তি বা সংস্থার আবেদনক্রমে অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত সেবার জন্য তফসিল-১৪ এ বর্ণিত যথাযথ ফি প্রদান করিতে হইবে।

১৬। **ফি প্রদানের পদ্ধতি**।- এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় বিভিন্ন মহাপরিচালকের অনুকূলে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে "৬৫ বিবিধ আয়করমুক্ত রাজস্ব খাতে" বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে এবং ট্রেজারী চালান আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৭। **বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ**।- কোন স্থানে নির্দিষ্টকৃত মানমাত্রার অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত বা নিঃসৃত হইলে বা কোন দুর্ঘটনা বা অদৃষ্টপূর্ব কোন ক্রিয়া বা ঘটনার কারণে কোন কোন স্থান এইরূপ আশংকাযুক্ত হইলে সেই দূষণ ঘটনাধীন স্থান বা দূষণ আশাংকাযুক্ত স্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনা বা আশংকিত ঘটনার বিষয় সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিত করিবে।

ফরম-১

প্রতিকার প্রার্থনার আবেদনপত্র

[বিধি ৫ (১) দ্রষ্টব্য]

মহা-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ই-১৬, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রেরক
....
....
....

মহোদয়,

আমি পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে একজন ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় নিম্নবর্ণিত পরিবেশ হানি/পরিবেশ হানির আশংকা সম্পর্কে প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি ঃ-

১। পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকা গ্রস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম .... ।

২। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ।

৩। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার স্থান।

৪। ক্ষতির/সম্ভাব্য ক্ষতির বিবরণ।

৫। ক্ষতির সময় .... ।

৬। ক্ষতি ঘটানোর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নাম, ঠিকানা।

৭। প্রার্থিত প্রতিকার।

তারিখ ঃ ....   স্বাক্ষর ঃ ....

ফরম-২

নমুনা সংগ্রহ সম্পর্কিত অভিপ্রায় নোটিশ

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

যেহেতু আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের *** .... হইতে কঠিনবর্জ্য/বর্জ্যপানি/গ্যাসীয় নিঃসরণ/মাটি/যে কোন দূষক বিশ্লেষণের জন্য .... তারিখ .... ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট বর্জ্য পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয় ও অবশ্যক ;

সেহেতু নমুনা সংগ্রহের তারিখে আপনাকে/আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে উপস্থিত থাকিয়া নমুনা সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান এবং সংগৃহীত নমুনার পত্রে স্বাক্ষর দানের জন্য আপনাকে এতদ্বারা অভিপ্রায় নোটিশ প্রদান করা হইল ।

নমুনাসংগ্রহকারী কর্মকর্তা

নাম -

পদবী-

মেসার্স ....

....

....

*** ঃ বর্জ্যপ্রবাহ, ষ্ট্যাক, ইত্যাদি; যে সূত্র হইতে নমুনাসংগ্রহ করা হইবে উহার বিবরণ ।

ফরম-৩

পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র

[বিধি ৭ (৫) দ্রষ্টব্য]

পরিচালক/উপ-পরিচালক,
পরিবেশ অধিদপ্তর,
ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ/খুলনা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ (বগুড়া)।

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অথবা বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নাম ঃ

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা ঃ

(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা ঃ

২। (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ঃ
ঃ নির্মাণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ঃ
ঃ নির্মাণ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ঃ
ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ ঃ

(খ) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প
ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার তারিখ ঃ

৩। উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

৪। (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ
(খ) কাঁচামালের উৎস ঃ

৫। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ ঃ
(খ) পানির উৎস ঃ

৬। (ক) জ্বালানীর নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ
(খ) জ্বালানীর উৎস ঃ

৭। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমান ঃ

(খ) বর্জ্যের নির্গমণ স্থল ঃ
(গ) দৈনিক সম্ভাব্য নিঃসরণযোগ্য গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ ঃ
(ঘ) গ্যাসীয় পদার্থের নির্গমণ পদ্ধতি ঃ

৮। দাগ, খতিয়ান উল্লেখপূর্বক মৌজা ম্যাপ ঃ

৯। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১০। (ক) প্রস্তাবিত বর্জ্য পরিশোধণাগারের নকশাসহ সময়সূচী ঃ

(খ) বরাদ্দকৃত অর্থ ঃ

(গ) জায়গার পরিমাণ ঃ

১১। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম ঃ

১২। (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ ঃ

(খ) লে-আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত) ঃ

১৩। (ক) আই ই ই/ই আই এ প্রতিবেদন * (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

(খ) পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা * (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১৪। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর

(সীলমোহর)

নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ফোন ঃ
তারিখ ঃ

-ঃ ঘোষনা ঃ-

আমি এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোন তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

* প্রস্তুতকারী এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

[১]ফরম-৪

[বিধি ৭ক দ্রষ্টব্য]

দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ
(Pollution Under Control Certificate)

এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব ....

ঠিকানা ...., এর যানবাহন নং .... এর সর্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে নিঃসরিত গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাপকৃত মান নিম্নরূপ, যথা ঃ-

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা	পরিমাপকৃত মান
কালোধোঁয়া	হার্টরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)	৬৫	
কার্বন মনোক্সাইড	গ্রাম/কিঃমিঃ শতকরা আয়তনে	২৪ ০৪	
হাইড্রোকার্বন	গ্রাম/কিঃমিঃ পিপিএম	০২ ১৮০	
নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ	গ্রাম/কিঃমিঃ পিপিএম	০২ ৬০০	

(২) এই পরিমাপকৃত মান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল ৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার উর্ধ্বে নহে।

(৩) এই সনদের মেয়াদ .... তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

মহা-পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
সীল
পরিবেশ অধিদপ্তর।

তারিখ ঃ

[১] এই ফরম গেজেট প্রজ্ঞাপন নং এস,আর,ও ২৯-আইন/২০০২ ইং দ্বারা বিধিমালায় অন্তর্ভূক্ত এবং ২৮/২/২০০২ তারিখে কার্যকর হয়।

তফসিল-১

পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ
[বিধি ৭ (২) দ্রষ্টব্য]

(ক) সবুজ শ্রেণী

১। টিভি, রেডিও ইতাদি সংযোজন ও প্রস্তুত।

২। ঘড়ি প্রস্তুত ও সংযোজন।

৩। টেলিফোন সংযোজন।

৪। খেলনা প্রস্তুত ও সংযোজন (প্লাষ্টিক জাতীয় বাদে)।

৫। বই বাঁধাই।

৬। দড়ি, মাদুর ও পাটি (সূতী, পাট ও কৃত্রিম তন্তুজাত)।

৭। ফটোগ্রাফি (চলচ্চিত্র ও এক্সরে বাদে)।

৮। কৃত্রিম চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত।

৯। মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল ও খেলনা সাইকেল সংযোজন।

১০। বৈজ্ঞানিক ও গণিত যন্ত্রপাতি সংযোজন (তৈরী বাদে)।

১১। বাদ্যযন্ত্র।

১২। খেলাধুলার সামগ্রী (প্লাষ্টিক জাতীয় বাদে)।

১৩। চা প্যাকিং (প্রসেসিং বাদে)।

১৪। গুড়ো দুধ রি-প্যাকিং (তৈরী বাদে)।

১৫। বাঁশ ও বেত সামগ্রী।

১৬। কৃত্রিম ফুল (প্লাষ্টিক বাদে)।

১৭। কলম ও বলপেন।

১৮। স্বর্ণালংকার (তৈরী বাদে) (শুধু দোকান)।

১৯। মোমবাতি।

২০। ডাক্তারি ও শল্য যন্ত্রপাতি (তৈরী বাদে)।

২১। কর্ক সামগ্রী প্রস্তুতকারী কারখানা (ধাতব জাতীয় বাদে)।

২২। লন্ড্রী (ওয়াসিং বাদে)।

পাদটীকা ঃ

(ক) এ তালিকার বাহিরে সকল শিল্পখাতভূক্ত কুটিরশিল্প পরিবেশগত ছাড়পত্রের চাহিদার বাহিরে থাকিবে। (কুটিরশিল্প বলিতে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ বা খন্ডকালীন

সময়ে উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ শিল্পসমূহ বুঝাইবে)।

(খ) বর্তমান তালিকাভূক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় অবস্থিত হইতে পারিবে না।

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান যথাসম্ভব ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্প সমৃদ্ধ এলাকার অথবা যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) বাণিজ্যিক এলাকায় অগ্রহণযোগ্য মাত্রার শব্দ, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টি সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

(খ) কমলা-ক শ্রেণী

১। গো-খামার শহরাঞ্চলে ১০ (দশ) টি বা এর নীচে এবং গ্রামে ২৫টি বা এর নীচে।

২। পোলট্রি (মুরগীর সংখ্যা শহরে ২৫০ পর্যন্ত এবং গ্রামে ১০০০ পর্যন্ত)।

৩। আটা, চাল, হলুদ-মরিচ ভাঙ্গানো, ডাল পেষা/ভাঙ্গানো (২০ অশ্বশক্তি পর্যন্ত)।

৪। বস্তবুনন এবং হস্ত চালিত তাঁত।

৫। জুতা ও চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

৬। করাত কল/কাঠ চেরাই।

৭। কাঠ/লোহা, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির আসবাবপত্র (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

৮। ছাপাখানা।

৯। প্লাষ্টিক ও রাবার সামগ্রী (পিভিসি বাদে)।

১০। রেস্টুরেন্ট।

১১। কার্টুন/বাক্স প্রস্তুত/প্রিন্টিং প্যাকেজিং।

১২। সিনেমা হল।

১৩। ড্রাইক্লিনিং।

১৪। কৃত্রিম চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

১৫। খেলাধুলার সামগ্রী।

১৬। লবন প্রস্তুত (১০ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

১৭। কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম।

১৮। শিল্প যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম।

১৯। স্বর্ণলংকার প্রস্তুত।

২০। আলপিন, ইউপিন।

২১। চশমার ফ্রেম।

২২। চিরুনী।

২৩। কাঁসা পিতলের তৈজসপত্র, সুভ্যেনির প্রস্তুত।

২৪। বিস্কুট ও রুটি প্রস্তুতের কারখানা (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

২৫। চকলেট ও লজেন্স প্রস্তুতের কারখানা (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

২৬। কাঠের নৌযান তৈরী।

(গ) কমলা-খ শ্রেণী

১। পিভিসি সামগ্রী।

২। কৃত্রিম তন্তু (কাঁচামাল)।

৩। গ্লাস ফ্যাক্টরী।

৪। জীবন রক্ষাকারী ঔষধ (শুধু ফর্মুলেশনের বেলায় প্রযোজ্য)।

৫। ভোজ্য তৈল।

৬। আলকাতরা।

৭। পাট কল।

৮। হোটেল, বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ও এ্যাপার্টমেন্ট ভবন।

৯। ঢালাই।

১০। এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী

১১। আঠা (এ্যানিমেল গ্লু বাদে)

১২। ইট/টাইলস।

১৩। চুন।

১৪। প্লাষ্টিক সামগ্রী।

১৫। বোতলজাত, খাবার পানি, কোমল কার্বনেটেড পানীয় প্রস্তুত ও বোতলজাতকরণ।

১৬। গ্যালভানাজিং।

১৭। সুগন্ধী, প্রসাধনী।

১৮। ময়দা (বড়)।

১৯। কার্বন রড।

২০। পাথর গুড়ো, কাটা, ঘষা।

২১। মাছ, মাংস, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ।

২২। ছাপার ও লেখার কালি।

২৩। পশু খাদ্য।

২৪। আইসক্রিম।

২৫। ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব।

২৬। মাটি, চীনে মাটির তৈজসপত্র/স্যানিটারী ওয়ার (সিরামিকস্)।

২৭। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ।

২৮। পানি পরিশোধন প্লান্ট।

২৯। ধাতব, বাসন কোষণ/চামচ ইত্যাদি।

৩০। সোডিয়াম সিলিকেট।

৩১। দিয়াশলাই।

৩২। স্টার্চ ও গ্লুকোজ।

৩৩। গবাদি পশুর খাদ্য।

৩৪। স্বয়ংক্রিয় চালকল।

৩৫। মোটরযান সংযোজন।

৩৬। কাঠের নৌযান তৈরী।

৩৭। ফটোগ্রাফি (চলচ্চিত্র ও এক্সরে ফিল্ম তৈরী সংক্রান্ত কর্মকান্ড)।

৩৮। চা প্রসেসিং।

৩৯। গুড়ো দুধ তৈরীকরণ/কনডেন্সড মিল্ক/ ডেইরী।

৪০। রি-রোলিং।

৪১। কাঠ প্রক্রিয়াকরণ।

৪২। সাবান।

৪৩। রেফ্রিজারেটর মেরামত।

৪৪। ধাতব নৌযান মেরামত।

৪৫। ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (১০ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

৪৬। সূতা প্রস্তুত (স্পিনিং মিল)।

৪৭। বৈদ্যুতিক কেবল।

৪৮। হিমাগার।

৪৯। টায়ার রিট্রেডিং।

৫০। মোটরযান মেরামত ওয়ার্কস (১০ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

৫১। গো-খামার ঃ শহরাঞ্চলে ১০ (দশ) টির উর্ধ্বে এবং গ্রামাঞ্চলে ২৫ (পঁচিশ) টির উর্ধ্বে।

৫২। পোলট্রি (মুরগীর সংখ্যা শহরে ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টির এবং গ্রামাঞ্চলে ১০০০ (এক হাজার) টির উর্ধ্বে।

৫৩। আটা, চাল, হলুদ-মরিচ ভাঙ্গানো, ডালপেষা/ভাঙ্গানো ২০ অশ্বশক্তির উর্ধ্বে।

৫৪। জুতা ও চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৫। কাঠ/লোহা, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির আসবাবপত্র, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৬। কৃত্রিম চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত, ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৭। লবন প্রস্তুত, ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৮। বিস্কুট ও রুটি প্রস্তুতের কারখানা, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত।

৫৯। চকলেট ও লজেন্স প্রস্তুতের কারখানা, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত।

৬০। পোষাক ও সুয়েটার প্রস্তুত ।

৬১। বস্ত্র ওয়াশিং।

৬২। শক্তিচালিত তাঁত।

৬৩। রাস্তা নির্মাণ/পূনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (ফিডার রোড, স্থানীয় রাস্তা)।

৬৪। সেতু নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের নিম্নে)।

৬৫। গণশৌচাগার।

৬৬। জাহাজ ভাঙ্গা।

৬৭। জি আই ওয়্যার।

৬৮। ব্যাটারী সংযোজন।

৬৯। ডেইরী এন্ড ফুড।

পাদটীকা ঃ

(ক) তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যাইবে না।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহের অবস্থান যথাসম্ভব ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্পসমৃদ্ধ এলাকায় বা যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) বাণিজ্যিক এলাকায় মানমাত্রা বহির্ভূত শব্দ, ধোয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টির সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

(ঘ) লাল শ্রেণী

১। চামড়া প্রক্রিয়াকরণ (ট্যানারী)।

২। ফরমালডিহাইড।

৩। ইউরিয়া সার।

৪। টি এস পি সার।

৫। রাসায়নিক রং, পালিশ, ভার্নিশ, এনামেল।

৬। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

৭। সব খনিজ প্রকল্প (কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল ইত্যাদি)।

৮। সিমেন্ট ।

৯। জ্বালানী তেল পরিশোধনাগার।

১০। কৃত্রিম রাবার।

১১। কাগজ ও মন্ড।

১২। চিনি।

১৩। ডিষ্টিলারী।

১৪। কাপড় রং ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ।

১৫। কষ্টিক সোডা, পটাশ।

১৬। অন্যান্য ক্ষার।

১৭। লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুত।

১৮। ঔষুধের কাঁচামাল ও মৌলিক ঔষধ।

১৯। ইলেকট্রোপ্লেটিং।

২০। ফটোফিল্মস, কাগজ ও ফটো রাসায়নিক।

২১। পেট্রোলিয়াম ও কয়লা থেকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত।

২২। বিস্ফোরক।

২৩। এসিড এবং ইহাদের লবণ (জৈব ও অজৈব)।

২৪। নাইট্রোজেন যৌগ (সায়ানাইড, সায়ানামাইড ইত্যাদি)।

২৫। প্লাষ্টিক কাঁচামাল উৎপাদন (পিভিসি, পিপি/লৌহ, পলিষ্টারিণ ইত্যাদি)।

২৬। এ্যাসবেসটস।

২৭। ফাইবার গ্লাস।

২৮। কীটনাশক, ছত্রাক নাশক, আগাছা নাশক।

২৯। ফসফরাস ও এর যৌগ।

৩০। ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন এবং ইহাদের যৌগ।

৩১। শিল্প (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাদে)।

৩২। বর্জ্য ইনসিনারেটর।

৩৩। অন্যান্য রাসায়নিক।

৩৪। সমরাস্ত্র।

৩৫। পারমানবিক শক্তি।

৩৬। মদ।

৩৭। অন্যত্র উল্লেখিত নয় এমন অধাতব রাসায়নিক।

৩৮। অন্যত্র উল্লেখিত নয় এমন অধাতব।

৩৯। শিল্প নগরী।

৪০। মৌলিক শিল্প রাসায়নিক।

৪১। লোহা সম্পর্কিত নয় এমন মৌলিক ধাতব।

৪২। ডিটারজেন্ট।

৪৩। শিল্প/গৃহস্থলী/বাণিজ্যিক বর্জ্য দ্বারা মাটি ভরাট।

৪৪। পয়ঃ বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট।

৪৫। জীবন রক্ষাকারী ঔষধ।

৪৬। এ্যানিমেল গ্লু।

৪৭। ইঁদুরনাশক।

৪৮। রিফ্যাক্টরিজ।

৪৯। শিল্প গাস (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড)।

৫০। ব্যাটারী।

৫১। হাসপাতাল।

৫২। জাহাজ নির্মাণ।

৫৩। তামাক (প্রক্রিয়াজাতকরণ/সিগারেট/বিড়ি প্রস্তুত)।

৫৪। ধাতব নৌযান তৈরী।

৫৫। কাঠের নৌযান তৈরী।

৫৬। রেফ্রিজারেটর/এয়ারকন্ডিশনার/এয়ারকুলার প্রস্তুত।

৫৭। টায়ার ও টিউব।

৫৮। বোর্ড মিল।

৫৯। কার্পেট।

৬০। ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ঃ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৬১। মোটরযান মেরামত ওয়ার্কস ঃ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৬২। পানির পরিশোধন প্লান্ট।

৬৩। সূয়ারেজ পাইপলাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ।

৬৪। পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ।

৬৫। খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান/উত্তোলন/বিতরণ।

৬৬। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পোল্ডার, ডাইক ইত্যাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ।

৬৭। রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)।

৬৮। সেতু নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার বা তদুর্ধ্বে)।

৬৯। মিউরেট অব পটাশ (ম্যানুফ্যাকচারিং)।

পাদটীকা ঃ

(ক) তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় স্থাপিত হইতে পারিবে না।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান যথাসম্ভব ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্প সমৃদ্ধ এলাকায় অথবা যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) বাণিজ্যিক এলাকায় মানমাত্রার বহির্ভূত শব্দ, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টির সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

(ঘ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আই ই ই) এর উপর ভিত্তি করিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পর, অনুমোদিত কার্যপরিধি মোতাবেক পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ (ই আই এ) প্রতিবেদন, ই টি পির নকশাসহ সময়সূচী পেশ করিতে হইবে।

তফসিল-২

বায়ুর মানমাত্রা
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

প্রতি কিউসিক মিটারে মাইক্রোগ্রাম হিসাবে ঘনত্ব

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণী	প্রলম্বিত বস্তুকণা (এসপিএম)	সালফার ডাইঅক্সাইড	কার্বন মনক্সাইড	নাইট্রোজেন অক্সাইডসমুহ
ক।	শিল্প ও মিশ্র	৫০০	১২০	৫০০০	১০০
খ।	বাণিজ্যিক ও মিশ্র	৪০০	১০০	৫০০০	১০০
গ।	আবাসিক ও গ্রামীণ	২০০	৮০	২০০০	৮০
ঘ।	সংবেদনশীল	১০০	৩০	১০০০	৩০

নোট ঃ

১। জাতীয় পর্যায়ে স্মৃতিসৌধসমূহ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, প্রত্মতাত্বিক স্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট এলাকা (যদি থাকে) সংবেদনশীল এলাকাভূক্ত।

২। শিল্প এলাকা হিসাবে চিহ্নিত নহে এইরূপ এলাকায় অবস্থিত শিল্প কারখানাসমূহ এমন কোন দূষক নির্গমন বা নিঃসরণ করিবে না যা উপরোক্ত গ ও ঘ শ্রেণীভুক্ত পারিপার্শ্বিক এলাকার পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম সহায়ক হইতে পারে।

৩। প্রলম্বিত বস্তুকণা বলিতে ১০ মাইক্রন বা উহার নিম্ন ব্যাস সম্পন্ন বায়ুবাহিত কণা বুঝাইবে।

তফসিল-৩

পানির মানমাত্রা
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

(ক) অভ্যন্তরীণ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা

সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ভিত্তিক শ্রেণী		স্থিতিমাপ			
		pH	বিওডি মিঃগ্রাঃ/লিঃ	ডিও মিঃগ্রাঃ/লিঃ	সার্বিক কলিফর্ম জীবাণু সংখ্যা/১০০ মিঃলিঃ
ক।	কেবল জীবাণুমুক্ত করণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫ - ৮.৫	২ বা তাহার নিম্নে	৬ বা তদুর্ধ্ব	৫০ বা তাহার নিম্নে
খ।	বিনোদনমূলক কার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	৩ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	২০০ বা তাহার নিম্নে
গ।	প্রচলিত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫ - ৮.৫	৩ বা তাহার নিম্নে	৬ বা তদুর্ধ্ব	৫০০০ বা তাহার নিম্নে
ঘ।	মৎস চাষে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	৬ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	৫০০০ বা তাহার নিম্নে
ঙ।	বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও শীতলকরণসহ শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	১০ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	
চ।	সেচকার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	১০ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	১০০০ বা তাহার নিম্নে

নোট ঃ ১। মৎস্য চাষে ব্যবহার্য পানিতে মৌল নাইট্রোজেন হিসাবে এমোনিয়ার সর্বোচ্চ উপস্থিতি ১.২ মিঃগ্রাঃ/লিঃ।

২। সেচকার্যে ব্যবহার্য পানির তড়িৎ পরিবাহিতা ২২৫০ µmho/cm (২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায়); সোডিয়াম ২৬%- এর নিম্নে; বোরণ ০.২ % - এর নিম্নে।

(খ) সুপেয় পানির মানমাত্রা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
১	২	৩	৪
১।	এলুমিনিয়াম	mg/l	০.২
২।	এমোনিয়া (NH_3)	,,	০.৫
৩।	আর্সেনিক	,,	০.০৫
৪।	বেলিয়াম	,,	০.০১
৫।	বেনজিন	,,	০.০১
৬।	বিওডি$_৫$ ২০°C	,,	০.২
৭।	বোরণ	,,	১.০
৮।	ক্যাডমিয়াম	,,	০.০০৫
৯।	ক্যালসিয়াম	,,	৭৫
১০।	ক্লোরাইড	,,	১৫০–৬০০*
১১।	ক্লোরিনেটেড এলকেন্স্	,,	
	কার্বনটেট্রাক্লোরাইড		০.০১
	১.১ ডাইক্লোরোইথিলিন	,,	০.০০১
	১.২ ডাইক্লোরোইথিলিন	,,	০.০৩
	টেট্রাক্লোরোইথিলিন	,,	০.০৩
	ট্রাইক্লোরোইথিলিন	,,	০.০৯
১২।	ক্লোরিনেটেড ফিনোলস্		
	পেন্টাক্লোরোফেনোল	,,	০.০৩
	২.৪.৬ ট্রাইক্লোরোফিনোল	,,	০.০৩
১৩।	ক্লোরিণ (রেসিডুয়াল)	,,	০.২
১৪।	ক্লোরোফর্ম	,,	০.০৯
১৫।	ক্রোমিয়াম (ষড়যোজী)	,,	০.০৫

* সমুদ্র উপকূল এলাকায় ১০০

১	২	৩	৪
১৬।	ক্রোমিয়াম (সার্বিক)	,,	০.০৫
১৭।	সিওডি	,,	৪
১৮।	কলিফর্ম (ফিকাল)	n/100 ml	০
১৯।	কলিফর্ম (সার্বিক)	n/100 ml	০
২০।	বর্ণ	হেজন একক	১৫
২১।	কপার	mg/l	১
২২।	সায়ানাইড	,,	০.১
২৩।	ডিটারজেন্টস্	,,	০.২
২৪।	ডিও	,,	৬
২৫।	ফ্লুরাইড	,,	১
২৬।	খরতা ($CaCO_3$ হিসেবে)	mg/l	২০০ - ৫০০
২৭।	লৌহ	,,	০.৩ - ১.০
২৮।	শিয়েলডাল নাইট্রোজেন (সার্বিক)	,,	১
২৯।	লেড	,,	০.০৫
৩০।	ম্যাগনেসিয়াম	,,	৩০ - ৩৫
৩১।	ম্যাঙ্গানিজ	,,	০.১
৩২।	মার্কারী	,,	.০০১
৩৩।	নিকেল	,,	০.১
৩৪।	নাইট্রেট	,,	১০
৩৫।	নাইট্রাইট	,,	<১
৩৬।	গন্ধ	,,	গন্ধহীন
৩৭।	তেল ও গ্রীজ	,,	০.০১
৩৮।	pH	,,	৬.৫ - ৮.৫
৩৯।	ফিনোল যৌগাদি	,,	.০০২
৪০।	ফসফেট	,,	৬

১	২	৩	৪
৪১।	ফসফোরাস	”	০
৪২।	পটাশিয়াম	”	১২
৪৩।	তেজস্ক্রীয় বস্তুসমূহ সার্বিক আলফা বিকীরণ	Bq/l	০.০১
৪৪।	সার্বিক বিটা বিকিরণ	”	০.১
৪৫।	সিলোনিয়াম	mg/l	০.০১
৪৬।	সিলভার	”	০.০২
৪৭।	সোডিয়াম	”	২০০
৪৮।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	”	১০
৪৯।	সালফাইড	mg/l	০
৫০।	সালফেট	”	৪০০
৫১।	সার্বিক দ্রবীভূত দ্রব্য	”	১০০০
৫২।	উষ্ণতা	^0C	২০ - ৩০
৫৩।	টিন	mg/l	২
৫৪।	টারবিডিটি	জেটিইউ	১০
৫৫।	জিংক	mg/l	৫

তফসিল-৪

শব্দের মানমাত্রা

[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণী	dBa এককে	ধার্যকৃত সীমা
		দিবা	রাত্রি
ক.	নীরব এলাকা	৪৫	৩৫
খ.	আবাসিক এলাকা	৫০	৪০
গ.	মিশ্র এলাকা (মূখ্যত আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা হিসাবে একত্রে ব্যবহৃত এলাকাসমূহ)	৬০	৫০
ঘ.	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
ঙ.	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

নোট ঃ

১। ভোর ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় দিবাকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

২। রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় রাত্রিকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

৩। হাসপাতাল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক চিহ্নিত/চিহ্নিতব্য/বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা হইতে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত এলাকা নীরব এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। নীরব এলাকায় যানবাহনের হর্ণ বা অন্য প্রকার সংকেত ধ্বনি এবং লাউডস্পীকারের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

তফসিল-৫

মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের মানমাত্রা
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

যানবাহনের শ্রেণী	একক	মানমাত্রা	মন্তব্য
* মোটরযান (সকল প্রকার)	dBa	৮৫	নির্গমন নল হইতে ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	নির্গমন নল হইতে ০.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
যান্ত্রিক নৌযান	dBa	৮৫	স্থির অবস্থায় ভারশুণ্য সর্ব্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-তৃতীয়াংশে নৌযান হইতে ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	একই অবস্থায় ০.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।

* পরিমাপকালে মোটরযানটি স্থির অবস্থায় থাকিবে এবং ইহার ইঞ্জিনের শর্তাদি নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) ডিজেল ইঞ্জিন - সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ

(খ) গ্যাসোলিনচালিত ইঞ্জিন - সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশে ভারশূন্য ত্বরণ

(গ) মোটর সাইকেল - সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm এর অধিক হইলে উহার দুই-তৃতীয়াংশ এবং সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm এর নিম্নে হইলে উহার তিন-চতুর্থাংশ।

তফসিল-৬

মোটরযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা
[বিধি ৪ এবং ১২ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
কালো ধোঁয়া	হাটরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)	৬৫
কার্বনমনোক্সাইড	গ্রাম/কিঃমিঃ	২৪
	শতকরা আয়তনে	০৪
হাইড্রোকার্বন	গ্রাম/কিঃমিঃ	০২
	পিপিএম	১৮০
নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	গ্রাম/কিঃমিঃ	০২
	পিপিএম	৬০০

* সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে পরিমাপকৃত।

তফসিল-৭

যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা
[বিধি ৪ এবং ১২ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
কালো ধোঁয়া *	হার্টরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)	৬৫

* সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে পরিমাপকৃত

তফসিল-৮

ঘ্রাণ মানমাত্রা
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
এসিটালডিহাইড	পিপিএম	০.৫ - ৫
এমোনিয়া	”	১ - ৫
হাইড্রোজেন সালফাইড	”	০.০২ - ০.২
মিথাইল ডাইসালফাইড	”	০.০০৯ - ০.১
মিথাইল মারক্যাপটান	”	০.০২ - ০.২
মিথাইল সালফাইড	”	০.০১ - ০.২
স্টাইরিন	”	০.৪ - ২.০
ট্রাইমিথাইলএমিন	”	০.০০৫ - ০.০৭

নোট ঃ

(১) যে কোন নির্গমন/নিঃসরণ নল ৫ মিটারের অধিক উচ্চতা সম্পন্ন তাহাদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে নিয়ন্ত্রণমান প্রয়োগ করা হইবে তাহা নিম্নরূপ ঃ

Q = ০.১০৮ x He^2Cm (যেখানে Q = গ্যাস নিঃসরণের হার Nm^3/ঘন্টা)

He = নিঃসরণ নলের উচ্চতা (m)

Cm = উপরোক্ত বর্ণিত মানমাত্রা (পিপিএম)

(২) যে সকল বিশেষ স্থিতিমাপ মানমাত্রার পরিসীমা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে সতর্কীকরণের জন্য নিম্নতর মানমাত্রা এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উচ্চতর মানমাত্রা ব্যবহার করা হইবে ।

তফসিল - ৯

পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা
[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
বিওডি	মিলিগ্রাম/লিঃ	৪০
নাইট্রেড	,,	২৫০
ফসফেট	,,	৩৫
প্রলম্বিত কঠিনবস্তু (এসএস)	,,	১০০
উষ্ণতা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	৩০
কলিফর্ম	প্রতি ১০০ ml এ সংখ্যা	১০০০

নোট ঃ

(১) এই মানমাত্রা ভূপৃষ্ঠস্থ পানি/অভ্যন্তরীণ পানি প্রবাহে নিক্ষেপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(২) চূড়ান্ত নিক্ষেপণের পূর্বে পয়ঃনির্গমনকে ক্লোরিন দ্বারা পরিশোধিত করিতে হইবে।

তফসিল-১০

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা নির্গমনের স্থান		
			অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি	গণপয়ঃপদ্ধতি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ	সেচভূমি
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	এমোনিয়াকেল নাইট্রোজেন (মৌল N হিসাবে)	mg/l	৫০	৭৫	৭৫
২।	এমোনিয়া (মুক্ত এমোনিয়া হিসাবে)	”	৫	৫	১৫
৩।	আর্সেনিক (As হিসাবে)	”	০.২	০.০৫	০.২
৪।	বিওডি$_{৫}$২০$^{\circ}$C	”	৫০	২৫০	১০০
৫।	বোরণ	”	২	২	২
৬।	ক্যাডমিয়াম (Cd হিসাবে)	”	০.০৫	০.৫	০.৫
৭।	ক্লোরাইড	”	৬০০	৬০০	৬০০
৮।	ক্রোমিয়াম (সম্পূর্ণ Cr হিসাবে)	”	০.৫	১.০	১.০
৯।	সিওডি	”	২০০	৪০০	৪০০
১০।	ক্রোমিয়াম (ষড়যোজী Cr হিসাবে)	”	০.১	১.০	১.০
১১।	তাম্র (Cu হিসাবে)	”	০.৫	৩.০	৩.০
১২।	দ্রবীভূত অক্সিজেন (D.O)	”	৪.৫ - ৮	৪.৫ - ৮	৪.৫ - ৮

১	২	৩	৪	৫	৬
১৩।	তড়িৎ পরিবাহিতা (EC) Mmho/Cm	mg/l	১২০০	১২০০	১২০০
১৪।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন দ্রব্য	,,	২,১০০	২,১০০	২,১০০
১৫।	ফ্লোরাইড (F হিসাবে)	,,	২	১৫	১০
১৬।	সালফাইড (S হিসাবে)	,,	১	২	২
১৭।	আয়রণ (Fe হিসাবে)	,,	২	২	২
১৮।	সার্বিক কেলডল নাইট্রোজেন (N হিসাবে)	,,	১০০	১০০	১০০
১৯।	লেড (Pb হিসাবে)	,,	০.১	১.০	০.১
২০।	ম্যাঙ্গানিজ (Mn হিসাবে)	,,	৫	৫	৫
২১।	মার্কারী (Hg হিসাবে)	,,	০.০১	০.০১	০.০১
২২।	নিকেল (Ni হিসাবে)	,,	১.০	২.০	১.০
২৩।	নাইট্রেট (মৌল N হিসাবে)	,,	১০.০	স্থিরকৃত হয় নাই	১০
২৪।	তৈল এবং গ্রীজ	,,	১০	২০	১০
২৫।	ফেনল যৌগাদি (C_6H_5OH হিসাবে)	,,	১.০	৫	১
২৬।	দ্রবীভূত ফসফরাস (P হিসাবে)	,,	৮	৮	১৫
২৭।	তেজস্ক্রীয় দ্রব্য	,,	বাংলাদেশ পরমাণুশক্তি কমিশন কর্তৃক স্থিরীতব্য		
২৮।	পিএইচ (PH)		৬ - ৯	৬ - ৯	৬ - ৯
২৯।	সিলেনিয়াম (Se হিসাবে)	mg/l	০.০৫	০.০৫	০.০৫
৩০।	জিংক (Zn হিসাবে)	ডিগ্রী	৫.০	১০.০	১০.০

১	২	৩	৪	৫	৬
৩১।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন দ্রব্য	”	২,১০০	২,১০০	২,১০০
৩২।	উষ্ণতা	সেন্টিগ্রেড	৪০	৪০	৪০-গ্রীষ্মকালীন
			৪৫	৪৫	৪৫-শীতকালীন
৩৩।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (এসএস)	mg/l	১৫০	৫০০	২০০
৩৪।	সায়ানাইড (Cn হিসাবে)	”	০.১	২.০	০.২

নোট ঃ

১। শিল্পশ্রেণীভিত্তিক মানমাত্রা শিরোনামের অধীনে বর্ণিত শিল্প শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে এই মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

২। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাইবার মুহূর্ত হইতেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার মুহূর্ত হইতেই এই মানমাত্রা নিশ্চিত হইতে হইবে।

৩। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হইতে পারিবে না। কোন স্থানের পরিবেষ্টক শর্তাদি অনুযায়ী প্রয়োজনে এই মানমাত্রাসমূহ কঠোরতর হইতে পারে।

৪। অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি বলিতে ড্রেন, পুকুর/দিঘী/জলাশয়/ডোবা, খাল, নদী, ঝর্ণা এবং মোহনা বুঝাইবে।

৫। গণপয়ঃপদ্ধতি বলিতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণসহ পূর্ণমাত্রার যৌথ প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত পয়ঃপদ্ধতি বুঝাইবে।

৬। সেচভূমি বলিতে বর্জ্যপানির পরিমাণ ও গুণাগুণের ভিত্তিতে নির্ধারণকৃত পর্যাপ্ত ভূমিতে বিশেষ বিশেষভাবে চিহ্নিত ফসল চাষে সংবাদ সেচক্রিয়া বুঝাইবে।

৭। নোটাংশের ৫ এবং ৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সংজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন কোন নির্গমন কোন গণপয়ঃপদ্ধতি বা ভূমিতে সংঘটিত হইলে সেই ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল-১১

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নির্গমন মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতি
১	২	৩
১.	বস্তুকণা	
	(ক) ২০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র	১৫০
	(খ) ২০০ মেগাওয়াট -এর নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র	৩৫০
২.	ক্লোরিন	১৫০
৩.	হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প ও কুয়াসা	৩৫০
৪.	সার্বিক ফ্লোরাইড F	২৫
৫.	সালফিউরিক এসিড কুয়াশা	৫০
৬.	লেড বস্তুকণা	১০
৭.	মার্কারী বস্তুকণা	০.২
৮.	সালফার ডাইঅক্সাইড	কেজি/টন এসিড
	(ক) সালফিউরিক এসিড উৎপাদন (DCDA* প্রক্রিয়া)	৪
	(খ) সালফিউরিক এসিড উৎপাদন (SCSA* প্রক্রিয়া)	১০
	(*DCDA : Double conversion, Double absorption; SCSA : Single conversion, Single absorption)	
	সালফিউরিক এসিড বিচ্ছুরণের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাকের সর্বনিম্ন উচ্চতা (মিটারে)	
	(ক) কয়লা জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	
	(১) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	২৭৫
	(২) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	২২০
	(৩) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	১৪ (Q) ০.৩

	(খ) বয়লার	
	(১) জলীয় বাষ্প প্রতি ঘন্টায় ১৫ টন পর্যন্ত	১১
	(২) জলীয় বাষ্প প্রতি ঘন্টায় ১৫ টনের অধিক	১৪ (Q) ০.৩
	(Q = নিঃসৃত সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ, কেজি/ঘন্টা)।	
৯.	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	
	(ক) নাইট্রিক এসিড উৎপাদন	৩ কেজি/টন এসিড
	(খ) গ্যাসজ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	৫০ ppm
	(১) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	৫০ ppm
	(২) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	৪০ ppm
	(৩) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	৩০ ppm
	(গ) ধাতুতাপন চুল্লী	২০০ ppm
১০.	চুল্লীনির্গত কালি ও ধুলিকণা	mg/Nm^3
	(ক) বাত্যাচুল্লী	৫০০
	(খ) ইটের ভাটা	১০০০
	(গ) কোকচুল্লী	৫০০
	(ঘ) চুনের ভাটা	২৫০

তফসিল-১২

শিল্পশ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমনের মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

(ক) সারকারখানা

নাইট্রোজেনসংবলিত সার কারখানা

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি সীমা
মৌল নাইট্রোজেন হিসাবে	৫০ (নূতন)
	১০০ (পুরাতন)
সার্বিক শিয়েলতাল নাইট্রোজেন	১০০ (পুরাতন)
মৌল নাইট্রোজেন হিসাবে	২৫০ (নূতন)
pH	৬.৫- ৮
ক্রোমেট অপসারণ প্লান্ট-এর নির্গমনমুখে ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে মোট)	০.৫
ষড়যোজী Cr	০.১
প্রলম্বিত কঠিনবস্তুকণা	১০০
তৈল ও গ্রীজ	১০
বর্জ্যপানি নির্গমন	১০ m^3/t ইউরিয়া

গ্যাসীয় নিঃসরণ

উৎস	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতিসীমা
ইউরিয়া প্রিলিং টাওয়ার	বস্তুকণা	১৫০ শুস্ক পদ্ধতিতে ধূলিকণা অপসারণ (dry dedusting)
		৫০ (আর্দ্র পদ্ধতিতে ধূলিকণা অপসারণ ও নূতন প্ল্যান্ট)

ফসফেট জাতীয়

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ		mg/1 এককে উপস্থিতিসীমা
ফ্লুরাইড অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমন মুখে ফ্লুরাইড (মৌল ফ্লুরিণ হিসাবে)		১০
ফসফেট, মৌল P হিসাবে		৫
প্রলম্বিত কঠিনবস্তুকণা ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমন মুখে ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)		১০০
	মোট	০.৫
	ষড়যোজী Cr	০.১
	তৈল ও গ্রীজ	১০

গ্যাসীয় নিঃসরণ

উৎস	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতিসীমা
গ্রানিউলেশন, মিক্সিং ও গ্রাইণ্ডিং সেকশন	বস্তুকণা	১৫০
ফসফরিক এসিড পদ্ধতি	সার্বিক ফ্লুরাইড (মৌল F হিসাবে)	২৫
সালফিউরিক এসিড প্ল্যান্ট	সালফার ডাইঅক্সাইড	
	DCDA	4 kg/t of সালফিউরিক এসিড (১০০%)
	SCSA	10 kg/t of সালফিউরিক এসিড (১০০%)
	সালফিউরিক এসিড বাষ্প	৫০

(খ) সমন্বিত বস্ত্রকারখানা ও বৃহৎ (যাহাতে তিন কোটি টাকার অধিক বিনিয়োগ করা হইয়াছে) প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/l এককে উপস্থিতিসীমা
pH	৬.৫ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১০০
বিওডি$_৫$ ২০$^\circ$C	১৫০
তৈল ও গ্রীজ	১০
সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তু	২১০০
বর্জ্যপানি প্রবাহ	প্রতি kg বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণে ১০০ লিটার

নোট ঃ ১৫০ mg/l-এর বিওডি-এর সীমা কেবল ভৌত-রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ব্যবহৃত রং-এর শ্রেণীভিত্তিক বিশেষ প্যারামিটার

সার্বিক ক্রোমিয়াম, মৌল Cr হিসাবে	২
সালফাইড, মৌল S হিসাবে	২
ফেনলজাতীয় যৌগসমূহ C_5H_5OH হিসাবে	৫

(গ) মণ্ড ও কাগজ শিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	pH ব্যতীত mg/l এককে উপস্থিতিসীমা	
	প্রতিদিন ৫০ টনের অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহৎ কারখানা	প্রতিদিন ৫০ টনের কম উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র কারখানা
pH	৬ - ৯	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১০০	১০০
বিওডি$_৫$ ২০$^\circ$C	৩০	৫০
সিওডি	৩০০	৪০০
বর্জ্যপানি প্রবাহ	প্রতিটন কাগজের জন্য ২০০ ঘনমিটার	কৃষিজ, কাঁচামালভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ২০০ ঘনমিটার বর্জ্য কাগজভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ৭৫ ঘনমিটার

(ঘ) সিমেন্ট শিল্প

গ্যাসীয় নিঃসরণ

১. সিমেন্ট প্রস্তুতির মৌলিক ইউনিটসমুহ

উৎস	স্থিতিমাপ	mg/Nm$_3$ এককে উপস্থিতিসীমা
সকল সেকশন	বস্তুকণা	২৫০
২. ক্লিংকার	গ্রাইন্ডিং ইউনিটসমূহ	
সকল সেকশন	বস্তুকণা	
	দৈনিক ১০০০ টনের অধিক উৎপাদন ক্ষমতা	২০০
	দৈনিক ২০০-১০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা	৩০০
	দৈনিক ২০০ টন পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা	৪০০

(ঙ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বয়লার

গ্যাসীয় নিঃসরণ

স্থিতিমাপ	mg/Nm$_3$ এককে উপস্থিতিসীমা
১। কালি ও বস্তুকণা (জ্বালানীভিত্তিক)	
(ক) কয়লা	৫০০
(খ) গ্যাস	১০০
(গ) তৈল	৩০০
২। নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (জ্বালানীভিত্তিক)	
(ক) কয়লা	৬০০
(খ) গ্যাস	১৫০
(গ) তৈল	৩০০

(চ) নাইট্রিক এসিড প্ল্যান্ট

গ্যাসীয় নিঃসরণ

নাইট্রোজেনের অক্সাইড, উৎপন্ন প্রতিটন দূর্বল এসিড হইতে 3 kg

(ছ) ডিষ্টিলারী

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি
pH	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১৫০
বিওডি৫ ২০°C	৫০০০ (দুই বৎসরের অন্তবর্তীকালীন মানমাত্রা)
	৫০০ (৭৪ বৎসরের অন্তবর্তীকালীন মানমাত্রা)
তৈল ও গ্রীজ	১০

(জ) চিনি শিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতিসীমা
pH	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১৫০
বিওডি৫ ২০°C	৫০
তৈল গ্রীজ	১০
প্রতিটিন প্রেষণকৃত হইতে বর্জ্যপানি (ঘন মিটার)	০.৫

গ্যাসীয় নিঃসরণ

বাগাস জ্বালানী ব্যবহারকারী বয়লার

বস্তুকণা, mg/Nm_3	ষ্টেপগ্রেট	২৫০
	পালসেটিং/ হর্সশু	৫০০
	স্প্রেডার	৮০০
	ষ্টোকার	

(ঝ) ট্যানারী শিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি
pH	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১৫০
বিওডি$_{৫}$ ২০$^{\circ}$C	১০০
সালফাইড (মৌল S হিসাবে)	১
সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	২
তৈল ও গ্রীজ	১০
সার্বিক দ্রবীভূত কঠিনবস্তু	২১০০
প্রতিটন চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্যপানি (ঘনমিটার)	৩০

নোট ঃ সোক লাইকারকে তরলবর্জ্য হইতে পৃথক করিতে হইবে।

(ঞ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য ক্যানিং, ডেইরী, ষ্টাচ ও পাটশিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	৬ - ৯
বিওডি$_{৫}$ ২০$^{\circ}$C	১৫০
বর্জ্যপানি প্রবাহ	১০০
ষ্টার্চ	প্রতিটন কাঁচামালের জন্য ৮ ঘনমিটার
পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ	প্রতিটন উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য ১.৫ ঘনস্টিটার
দুগ্ধজাত দ্রব্য	প্রতিটন দুগ্ধের জন্য ৩ ঘনস্টিটার

(ট) অপরিশোধিত তেল শোধনাগার

নিঃসরণ

স্থিতিমাপ	উৎস	সর্বোচ্চ উপস্থিতির পরিমাণ	একক
সালফারডাইঅক্সাইড	পাতন	০.২৫	কেজি/টন
	ক্যাটালাইটিক ক্রাকার	২.৫	কেজি/টন

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	সর্বোচ্চ উপস্থিতির পরিমাণ	একক
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	১০০	মিঃগ্রাঃ/লিঃ
তৈল ও গ্রীজ	১০	”
বিওডি$_{৫}$ ২০$^{\circ}$C	৩০	”
ফেনল	১	”
সালফাইড (মৌল সালফার হিসাবে)	১	”
বর্জ্যপানি প্রবাহ	৭০০	ঘনমিটার/১০০০ টন প্রক্রিয়াকৃত অপরিশোধিত তেল

নোট ঃ

১। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের কর্মসম্পাদন আরম্ভ করিবার সময় বর্জ্য নিঃসরণ/ নির্গমনকালে এই মানমাত্রাসমূহ মানিয়া চলিবে। বিরাজমান সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এই বিধি-মালা প্রজ্ঞাপিত হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে (ভিন্নভাবে নির্দেশিত না হইলে) পর্যাপ্ত প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাদি চালু করিবে। ক্ষেত্রবিশেষে বৈধ যুক্তির ভিত্তিতে, অধিদপ্তর ইচ্ছা করিলে, এই সময়সীমা বর্ধিত করা যাইতে পারে।

২। এই মানমাত্রাসমূহ নিঃসরণ/নির্গমনস্থল নির্বিচারে প্রযোজ্য হইবে।

৩। নমুনা সংগ্রহকালীন কোন সময়েই এই মানমাত্রাসমূহ অতিক্রান্ত হইতে পারিবে না। পরিবেষ্টক শর্তাদির আলোকে এই মানমাত্রাসমূহকে অধিকতর কঠিনভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তফসিল-১৩

পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি

[বিধি ৭ (৫), ৮ (২) এবং ১৪ দ্রষ্টব্য]

১। **শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প**

বিনিয়োগকৃত অর্থ (টাকা)	পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)
(ক) ১ (এক) লক্ষ হইতে ১০ (দশ) লক্ষের মধ্যে	৩০০
(খ) ১০ (দশ) লক্ষ হইতে ১ (এক) কোটির মধ্যে	৩,০০০
(গ) ১ (এক) কোটি হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটির মধ্যে	৫,০০০
(ঘ) ৫০ (পঞ্চাশ) কোটির উর্ধ্বে	১০,০০০

তফসিল-১৪

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরলবর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি।

[বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য]

(ক) পানি বা তরল বর্জ্যের নমুনা

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১।	কলিফর্ম	৫০০
২।	ক্লোরিণ	২৫০
৩।	টোটাল হার্ডনেস	২৫০
৪।	আয়রণ	৪০০
৫।	ক্যালসিয়াম	৪০০
৬।	ম্যাগনেসিয়াম	৪০০
৭।	বর্ণ (Colour)	৭৫
৮।	বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (EC)	১০০
৯।	pH	১০০
১০।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	৩০০
১১।	সার্বিক কঠিন বস্তুকণা (TS)	২০০
১২।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তুকণা (TDS)	২০০
১৩।	এ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন	৪০০
১৪।	আর্সেনিক	৫০০
১৫।	বোরণ	৪০০
১৬।	ক্যাডমিয়াম	৫০০
১৭।	সিওডি	৪০০
১৮।	বিওডি	৪০০
১৯।	ক্লোরাইড	২৫০
২০।	ক্রোমিয়াম, হেক্সাভেলেন্ট	৫০০
২১।	ক্রোমিয়াম, মোট	৫০০
২২।	সায়ানাইড	৪০০
২৩।	ফ্লুরাইড	৪০০
২৪।	লেড	৫০০
২৫।	মারকারী	৫০০

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
২৬।	নিকেল	৫০০
২৭।	জৈব নাইট্রোজেন	৪০০
২৮।	তৈল ও গ্রীজ	৩০০
২৯।	ফসফেট	৪০০
৩০।	ফিনোল	৪০০
৩১।	সালফেট	৪০০
৩২।	জিঙ্ক	৫০০
৩৩।	তাপমাত্রা	৭৫
৩৪।	টারবিডিটি (জিটিইউ)	১০০
৩৫।	টারবিডিটি (এনটিইউ)	১০০
৩৬।	পি-এ্যালকানিটি	২৫০
৩৭।	টি-এ্যালকানিটি	২০০
৩৮।	এ্যাসিডিটি	২০০
৩৯।	কার্বন-ডাই-অক্সাইড	২০০
৪০।	ক্যালসিয়াম হার্ডনেস	২৫০
৪১।	ডিও	৩০০
৪২।	নাইট্রেট	৪০০
৪৩।	নাইট্রাইট	৪০০
৪৪।	সিলিকা	৩০০

(খ) বায়ুর নমুনা

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১।	এস,পি,এম	৫০০
২।	সালফার ডাইঅক্সাইড	৫০০
৩।	নাইট্রাস অক্সাইড	৫০০
৪।	কার্বন মনো-অক্সাইড	৩০০
৫।	লেড	৫০০

(গ) শব্দের নমুনা

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১।	শব্দ	২০০

(ঘ) বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ

১।	ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগ/ খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের সকল মনিটরিং ষ্টেশনের নদী ব্যতীত ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির বছরওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত -	
	(অ) সরকারী সংস্থার জন্য	৩,০০০
	(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	৬,০০০
২।	ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগ/ খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের নদীর পানির সকল মনিটরিং ষ্টেশনের বছরওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত -	
	(অ) সরকারী সংস্থার জন্য	৪,০০০
	(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	৬,০০০
৩।	ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগ/ খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের সকল মনিটরিং ষ্টেশনের বায়ুর বছরওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত -	
	(অ) সরকারী সংস্থার জন্য	২,০০০
	(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	৪,০০০

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহ্‌বাব আহমদ
সচিব।

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। আইনের প্রাধান্য

৪। লাইসেন্স

৫। জ্বালানী কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ

৬। পরিদর্শন

৭। দণ্ড

৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯
১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন

[আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১২-২-১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং আইন নং ২২/১৯৯২ ও আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সংশোধিত]

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৬ মোতাবেক ১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

[১] (ক) "ইটের ভাঁটা" অর্থ এমন স্থান যেখানে ইট প্রস্তুত বা পোড়ানো হয়;

[১](কক) "জ্বালানী কাঠ" অর্থ বাঁশের মোথা ও খেজুর গাছসহ জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠ;

(খ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(গ) "ব্যক্তি" বলিতে কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কেও বুঝাইবে;

(ঘ) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। [২] **লাইসেন্স**।- [৩] (১) লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইটের ভাঁটা স্থাপন করিতে পারিবেন না বা ইট প্রস্তুত বা ইট পোড়াইতে পারিবেন না।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং ফিস প্রদান করিয়া উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত লাইসেন্সের জন্য [৪] সংশ্লিষ্ট [৫] জেলা প্রশাসকের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

---

[১] বর্তমান দফা (ক) এবং (কক) আইন নং- ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ৪ এর উপান্তটীকা হইতে আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা "ইট পোড়ানো" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

[৩] উপ-ধারা (১) উক্ত আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট" শব্দটি আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসকের" শব্দগুলি অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১] (৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, যিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিম্নে হইবেন না, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বা যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নাই সেখানে বন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমন্বয়ে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি তদন্ত কমিটি থাকিবে।

[২] (৩ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট দরখাস্তে উল্লিখিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রেরিত হইবে।

[২] (৩খ) উপ-ধারা (৩ক) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমত দরখাস্ত-কারীকে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(৪) ইট পোড়ানোর জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স, উহা প্রদানের তারিখ হইতে, [৩] তিন বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে, তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে [৪] জেলা প্রশাসক উক্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান না করিয়া লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

[৫] (৫) এই ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপজেলা সদরের সীমানা হইতে তিন কিলোমিটার, সংরক্ষিত, রক্ষিত, হুকুম দখল বা অধিগ্রহণকৃত বা সরকারের নিকট ন্যস্ত বনাঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, আবাসিক এলাকা ও ফলের বাগান হইতে তিন কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপন করার লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না এবং এই ধারা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত সীমানার মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপিত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতা, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক, উহা যথাযথ স্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায় "আবাসিক এলাকা" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করে এমন এলাকা এবং "ফলের বাগান" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি ফলজ বা বনজ গাছ আছে এমন বাগানকে বুঝাইবে।

৫। **জ্বালানী কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ**।- কোন ব্যক্তি ইট পোড়ানোর জন্য [৬] জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করিবেন না।

---

[১] উপ-ধারা (৩) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপ-ধারা (৩ক) ও (৩খ) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] উপ-ধারা (৪) -এ "পাঁচ" শব্দের পরিবর্তে "তিন" শব্দটি আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] উপ-ধারা (৪) -এ উল্লিখিত "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] উপ-ধারা (৫) আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা "জ্বালানী কাঠ" শব্দের পরিবর্তে "জ্বালানী" শব্দ এবং আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা "জ্বালানী" শব্দের পরিবর্তে "জ্বালানী কাঠ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[১] ৬। **পরিদর্শন**।- (১) এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপণ করার জন্য জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কোন প্রকার নোটিশ ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাঁটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে,-

(ক) ইটের ভাঁটায় মওজুদ ইটগুলো পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট এবং জ্বালানী কাঠ আটক করিতে পারিবেন ;

(খ) লাইসেন্স ব্যতীত ইটের ভাঁটা স্থাপন করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট, সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য মালামাল আটক করিতে পারিবেন।

[২] ৭। **দণ্ড**।- কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ বিচারকালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধারা ৬ এর অধীন আটককৃত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে আদালত উক্ত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিবেন।

[৩] ৮। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ**।- (১) জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদমর্যাদা সহকারী বন সংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডণীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (cognizable) হইবে।

৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

---

[১] ধারা ৬ প্রথমে অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল এবং এই প্রতিস্থাপিত ধারাটি বর্তমান আকারে পুনরায় আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ৭ আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত। উল্লেখ্য, মূল ৭ ধারায় দণ্ডের পরিমান ছিল অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। উক্ত অর্থদণ্ডের পরিমান অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা পঞ্চাশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয় এবং আটককৃত ইট ও জ্বালানী বাজেয়াপ্তির বিধান করা হয়।

[৩] ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) ও (২) অধ্যাদেশ নং ২/১৯৯২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল এবং পরে শুধু উপ-ধারা (১) বর্তমান আকারে আইন নং ১৭/২০০১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯

সূচী

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

২। লাইসেন্সের দরখাস্ত

৩। লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি

ফরম 'ক' ইট পোড়ানো লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

ফরম 'খ' ইট পোড়ানো লাইসেন্স

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৪-১২-১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ৭ই পৌষ, ১৩৯৬/২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ৪২১-আইন/৮৯-ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই বিধিমালা ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **লাইসেন্সের দরখাস্ত**।- (১) যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত ফরম 'ক'-তে ইট পোড়ানো লাইসেন্সের দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

(২) উক্ত ফরম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অফিস হইতে দশ টাকা মূল্য প্রদান করিয়া ক্রয় করিতে হইবে।

৩। **লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি**।- (১) যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরমে উপজেলা পরিষদে দরখাস্ত জমা হইবার পর উহাতে উল্লিখিত বিষয়গুলির সত্যতা যাচাই ও অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্যাদি তদন্ত করিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপ-বিধি (৩) এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত ফরম 'খ'-তে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(২) সকল লাইসেন্সের মেয়াদকাল অর্থ বৎসর অনুসারে ৫ বৎসর হইবে।

(৩) লাইসেন্স ফি বাবদ পাঁচশত টাকা উপজেলা পরিষদ তহবিলে জমা দিতে হইবে।

ফরম 'ক'

[বিধি-২ (১) দ্রষ্টব্য]

ইট পোড়ানো লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

১। দরখাস্তকারীর নাম -

২। ঠিকানা (ক) স্থায়ী -

(খ) অস্থায়ী -

৩। পেশা-

৪। ইট পোড়ানোর উদ্দেশ্য-

৫। ইটের ভাটার অবস্থান (৩ কপি ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে)-

(ক) দাগ নং-

(খ) মৌজা নং-

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম-

(ঘ) ইউনিয়নের নাম-

(ঙ) উপজেলার নাম-

৬। কি ধরনের জ্বালানীর দ্বারা ইট পোড়ানো হইবে-

৭। প্রস্তাবিত জ্বালানীর উৎস-

আবেদনকারী স্বাক্ষর
তাং .... ইং
.... বাং

তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তির প্রতিবেদন ঃ

সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পরীক্ষা ও সরজমিনে তদন্ত করিয়া দরখাস্তে বর্ণিত বিষয়সমূহ সঠিক পাওয়ায়/না পাওয়ায় লাইসেন্স প্রদানের জন্য সুপারিশ করা গেল/গেল না।

স্বাক্ষর-
তাং-
পদবী-
সীল-

ফরম 'খ'

[বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

ইট পোড়ানো লাইসেন্স

প্রাপকের নাম ....

ঠিকানা ....

আপনার .... তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আপনাকে নিম্নে বর্ণিত পরিমান ইট পোড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

২। ইটের ভাটার অবস্থান ঃ

(১) দাগ নং

(২) মৌজা নং

(৩) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম

(৪) ইউনিয়নের নাম

৩। লাইসেন্সের মেয়াদ .... ১৯ ইং/................................ ১৩ বাং

হইতে .... ১৯ ইং/................................ ১৩ বাং

৪। শর্তাবলী ঃ

(ক) ইটের ভাটায় কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা যাইবে না।

(খ) উপজেলা চেয়ারম্যান নিজে অথবা তাহা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি অথবা বন অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী (ডেপুটি রেঞ্জার পদ মর্যাদার নীচে নহে) যে কোন সময় কোন প্রকার পরোয়ানা ব্যতীত ইটের ভাটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং ইহাতে কোন বাধা প্রদান বা ওজর আপত্তি করা চলিবে না।

(গ) পোড়ানো ইটের পরিসংখ্যান ও বিক্রয়ের ব্যাপারে রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(ঘ) ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৯ এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধির পরিপন্থী অনুযায়ী মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে।

তারিখ ঃ ....।

স্বাক্ষর
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ .... উপজেলা,
জেলা .... ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, আজিজুল হক
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব।